



বিষ্ণুপুরের গোলমালের ঘটনায় অবশেষে স্বস্তি পেতে চলেছেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। ...বিস্তারিত পাতা ৩



বামপন্থী যুবদের ডেপুটেশন ঘিরে
ধুমুমার, পুলিশের লাঠিচার্জ
বহরমপুরে। ...বিস্তারিত পাতা ৫



আমেরিকায়ও মিলবে দিওয়ালির ছুটি
দিওয়ালিকে জাতীয় ছুটির দিন ঘোষণা
পেনসিলভানিয়ায়। ...বিস্তারিত পাতা ৬



২০২২-২৩ মরসুমের জন্য বিসিসিআই
কেন্দ্রীয় চুক্তি প্রকাশ করেছে (মহিলা
ক্রিকেট)। ...বিস্তারিত পাতা ৮

পাহাড়ে
ত্রিস্তরীয়
নির্বাচন চাই,
কমিশনকে
চিঠি বিনয়
তামাং-এর

পুরাত্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭
এপ্রিল। দুই দশক পর পাহাড়ে
ফের শ্রুত হোয়ে পঞ্চায়েত
নির্বাচনের তোড়জোড়। দ্বিতীয়
পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য আসন
পুনর্বিন্যাস ও সংরক্ষণের
নির্দেশিকা আগেই জারি করা
হয়েছে। এবার ত্রিতর পঞ্চায়েত
নির্বাচন চেয়ে চিঠি দিলেন
জিটিএ-র সদস্য বিনয় তামাং।
২০০০ সালে শেখাবা গ্রাম সভা
পর্যায়ে নির্বাচন হয়েছিল পাহাড়ে।
তারপর থেকে নাহাড়ে পঞ্চায়েত
ব্যবস্থা কার্যকর নাই। তবে জিটিএ
অইনে এসে নির্বাচনের সংস্থা
আছে বলে উল্লেখ করে পঞ্চায়েত
নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন বিনয়
তামাং। রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে
এই চিঠি দিয়েছেন তিনি। বিনয়
তামাং-এর দাবি, পঞ্চায়েত
নির্বাচন না হওয়ায় পুরো ব্যবস্থা
থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন দার্জিলিং ও
কালিম্পং-এর মানুষ। তিনি
উল্লেখ করেছেন ২০১২ সালে
জিটিএ কার্যকর হই পাহাড়ে। আর
এই জিটিএ অইনে ত্রিতরীয়
পঞ্চায়েত নির্বাচনের উল্লেখ আছে।



তাই ওই দুই জেলায় যাতে নির্বাচন হয়, সেই আর্জিই জানিয়েছেন তামাং। ২০০০ সালের পর থেকে আর পঞ্চায়েত ভোট হয়নি পাহাড়ে। পরবর্তী সময়ে রাজ্য পাহাড়ে জিটএ বোর্ড গঠন করা হয়। তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির তরফে বার বার পাহাড়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার দাবি জানানো হয়েছে। উন্নয়নের মূল স্রোত থেকে বিভীষিতভাবে দলগুলি বঞ্চিত হয়ে থাকে বলেও অভিযোগ উঠেছিল।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই দার্জিলিং ও কালিম্পং পঞ্চায়েত ভোটে অংশ নিতে চেয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হন অনীত থাপা। তার দল ভারতীয় গোষ্ঠা প্রজাতন্ত্রিক মার্চো ভায়েত লড়তে চায়। এই বিষয়ে আগেই কথা জানিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করেন অনীত থাপা। রেজিস্ট্রার্ড রাজনৈতিক দল হলেও এদের কোনও প্রতীক ছিল না। সেই কারণে প্রতীক চেয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে যোগ্য অনীত থাপার দল কমিশনের থেকে অন্য জোড়া মোমবাতির প্রতীক চেয়েছে তারা।

আলিপুরদুয়ারে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

‘এখানে আবাসে দুৰ্নীতি প্ৰমাণ
কৰতে পাৰিলে পা ৰাখব না’

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৭ এপ্রিলঃ একশের নির্বাচনে ভোটারে সংখ্যার নিরিখে এই বিধানসভাতেই এলাকাভিত্তিক ব্যাপক ধসের মুখে পড়েছিল পাকাক্ষিপির। সেই জমি পুনরুদ্ধার করতে মরিয়া তৃণমূল। তৃণমূলের নবজোয়ার কর্মসূচিতে আলিপুরদুয়ারের মাটিতে দাড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তথা বিজেপির বিরুদ্ধে একের পর একে তোপ দেগেছেন অভিযেক। সেই প্রসঙ্গেই উঠে আসে আবাস যোজনা। অভিযেক বলেন, “আলিপুরদুয়ারের বিজেপি নেতা কবীর যদি দেখাতে পারেন, আবাস যোজনার ঘরে দুর্নীতি হয়েছে এখনকার একটা জায়গায়ও, তাহলে আলিপুরদুয়ারের আর আসব না।” বর্তমানে একাধিক ইস্যুতে দুর্নীতি কাটায় বিদ্ধ পাকাক্ষিপির। তারমধ্যে একটি আবাসযোজনা। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আলিপুরদুয়ারের বারোশিশ টোপথিতে যে এলাকায় অভিযেকের সভা, সেবাচার প্রায় আশি শতাংশের বেশি মানুষই দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের সদস্য। তাঁরা যা রোজগার করছেন, তা ফুরিয়ে যায় সংসারের চাল নুন কেনার গার্হস্থ্য অনুশাসনে। সেক্ষেত্রে পাকা বাড়ি তাদের কাছে বিলাসিতার তালিকা। সেখানে আবাসের বাড়ির উপভোক্তার সমালোচনা নাম



থাকার মাপকাঠির নিরিখে ওই এলাকার প্রচুর মানুষই 'যোগ্য'। এবং আলিপুরদুয়ারে এই নিয়ে একটিও দুর্নীতি হয় নি, দাবি করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আবাস দর্নীতি নিয়ে

ইস্যুটি নিয়েই এদিন সোচ্চার হন। তিনি বিরোধী নেতাদের রীতিমতো চ্যালেঞ্জ করেন, যদি আলিপুরদুয়ারে আবাস নিয়ে কেউ দনীতির অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেন।

রাজ্যের একাধিক জায়গায় সারি সারি অভিযোগ উঠেছে। কেন্দ্রের প্রতিনিধি দলও এসেছে বাংলায়। কিন্তু অভিষেকের দাবি আলিপুরদুয়ার ব্যতিক্রম। সেখানে একটিও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেনি। অভিষেক সেই

তাহলে তিনি আর আলিপুরদুয়ার আসবেন না। পাশাপাশি একশো দিনের কাজে টাকা বন্ধ করে দেওয়ার প্রসঙ্গেও কেন্দ্রকে তেপ দাগেন অভিষেক। তিনি বলেন, “আলিপুরদুয়ারের বিজেপির জনপ্রতিনিধিরা চিঠি লিখে কেন্দ্রকে

জানিয়েছে ১০০ দিনের টাকা যেমন দেওয়া হয়।” তবে “কেন্দ্রের প্রধান” এই দাবী কিছুটা হলেও আলিপুরদুর্গার বসীর ঘাড়ে দেয়। তিনি। অভিজেকের কাব্যর, “১০০ দিনের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার। আর লক্ষ্মী ভান্ডার দিচ্ছে রাজ্য সরকার। এর দাবী আনন্দে। আপনারা এই দাবিতে ভোট দেননি। ভোট আপনারা দিয়েছেন ধর্মের ভিত্তিতে।” কেন্দ্রের কাছে বাংলার ১ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকা পাওনা রয়েছে বলেও জানান তিনি। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে অভিজেক বলেন, “বাংলার টাকার গুজবটা, মধ্যপ্রদেশ দেওয়া হচ্ছে। ৯ বছরে এখানে একটাও মিটিং হয়নি। আমরা মিনিথলে ভোট নিতে পারবো না। আমরা মানুষের স্বার্থ দেখি।” তবে আপাদমস্তক বিজেপিরে কটাক্ষ করে দলীয় কর্মীদেরও সচেতন করে তিনি। অভিজেক বলেন, “তুমুলোর মধ্যে সারা বাংলায় কাজের সাথে যুক্ত তাদের আমরার সরিয়ে দিয়েছি। দলে কখনই কোনও রকমের দুর্নীতি বরাদ্দ করা হবে না।” আপাততঃ উত্তরবঙ্গে দলের ভিত মজবুত করতে মালি আকড়ে পড়বে রয়েছেন অভিজেক। তাঁর এ সভার পড়বে ব্যালট বাস্তবে পড়বে কিনা সেইটো দেখার।

‘রাজ্যপাল বেআইনি কাজ করছেন’, দাবি শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ এপ্রিলঃ
হের রাজ্যপাল সিডি আনন্দ
বোসকে নিশানা বিধানসভার
বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু
অধিকারীরা। রাজ্যপাল 'বেআইনি'
কাজ করছেন বলে দাবি শুভেন্দুর।
বলেছেন, "রাজ্যপাল রাজ্য
সরকারকেও তা অনেকভাবে
সাহায্য করছে। আমি সেগুলো
বলতে চাই না। পরে এদিন বলাই
সম্প্রতি লোকায়ুক্ত নিয়ে তিনি যেটি
করেছেন, সম্পূর্ণ বেআইনি কাজ
করেছেন। লোকায়ুক্তের
চোয়ারম্যানের এক্সটেনশন হয় না।
সেই এক্সটেনশনেও দিয়েছেন।"
এরপর বিরোধী দলনেতা আরও
বলেন, "যেমন বীরেন্দ্রকে
ইলেকশন কমিশন সরিয়েছে,
তারপর উনি ইনফরমেশন
কমিশনারকে দিয়েছেন। যখনই
বেআইনি কাজ আটকাবেন, মমতা
বন্দ্যোপাধ্যায় বা তার কন্ডাক্টার
রেগে উঠবে। আবার রাজ্যপাল কিছু
একটা সহযোগিতা করে মটিয়ে
দেবেন।" বললেন, "আমি
গোপালকৃষ্ণ গান্ধীকে প্রণাম করি।
জগদীপ ধনখড়কে স্যালুট করি।"
শুভেন্দু অধিকারীর এমন মন্তব্যকে
অবশ্য বিরোধী দলনেতার মত
প্রকাশের অধিকার হিসেবেই



দেখছেন রাজ্যপাল সিডি আনন্দ
বোস। বিরোধী দলনেতার মন্তব্যের
পর রাজ্যপালের বক্তব্য জানতে
চাওয়া হলে তিনি বলেন, “বিরোধী
দলনেতা যেটা ঠিক মনে করেছেন,
সেটা প্রকাশ করার অধিকার তাঁর
রয়েছে।” তবে বিরোধী দলনেতার

রাজ্যপালকে সেটিকে রাজ্যের
সাংবিধানিক প্রধান মতপ্রকাশের
অধিকার হিসেবে ব্যাখ্যা করলেও
শাসক শিবির মোটেই বিষয়টিতে
ভাল চোখে দেখছে না। কুণার
ঘোষের মন্তব্য থেকেই তা স্পষ্ট
উল্লেখ্য, সিডি আনন্দ বোস

এমন মন্তব্যের পর কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে রাজ্যের শাসক শিবির। তখনুল মুখপাত্র তথা দলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, "রাজ্যপালকে যে ভাষায় শুভেদু অধিকারী আক্রমণ করলেন, তা সমস্ত শিক্ষাচার ও সৌজন্যের বিরুদ্ধে। সাংবিধানিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে।" শুভেদু অধিকারী যেভাবে নিশানা করেছেন	রাজ্যে আসার বাতাব্যবসিক অনেক একসাথে রাজ্য। অধিক শেরে রাজনী
---	--

রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হচ্ছে আসার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে রাজ্যের সঙ্গে রাজভবনের দ্বন্দ্বের বাতাবরণ দেখা গিয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে রাজভবনের সঙ্গে একসঙ্গে চলার বার্তাও দিয়েছে রাজ্য। এমন অবস্থায় শুভেচ্ছা অধিকারীর মুখে এমন মন্তব্য থিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে।

‘আমাদের কোনও রং
নেই’, জানাল ইডি

পুরত বার্তা, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল: নিয়োগকাণ্ডে গৃহ কুন্তল ঘোষ আলিপুর আদালত চম্বে সংবাদমাধ্যমের কাছে অভিযোগ করেছিলেন, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা বিজেপির মুখপত্রের মধ্যে বৃহৎপাক্ষিকার নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত একই মামলার শুনানিতে সেই বক্তব্য পড়ান কলকাতা ইডি এদিন বিশেষ ইডি আদালতে কুন্তল ঘোষের মামলার শুনানি ছিল। বিচারভবনে সেই মামলার শুনানি ঢাকালাকীণ কুন্তল সেন্তব্যের প্রতিবাদ করে ইডি এদিন আদালতে ইডির বক্তব্য, “আমরা কোনও গুৰু দেখি না। আমাের কোনও গুৰু নেই। দুৰ্নীতিবিভাগের গুৰুে বের করতে আমাৰ বদৰ্শকপাৰ। সেই কাৰণে আমােদের কোনও ভয় নেই। আমাৰ কাৰও থেকে কোনও সুযোগও ছিল না।” এক্ষেত্রে ১৯ জুন পর্যন্ত কুন্তল ঘোষকে জেল হোফাজে পাঠানো। আদেওএক কয়েকজনের ইশতি তরফে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী ভূমিকা ইডি ইতিমধ্যেই বেশ হয়েছার প্রস্ত তুলেছেন। তৃণমূল থেকে বিহতৃত যুবনেত কুন্তল ঘোষ। এই কুন্তলের সংক্রান্ত নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত করে কেন্দ্রীয় ইডি তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই ও ইডি দুই সংস্থা স্বেচ্ছই খবর কুন্তলের বিরুদ্ধে চাৰ্শলাক্যকর সব তথ্য সামনে এসেছে। এদিকে পাঠ্য চাৰ্শলাক্যকর অভিযোগ এনেছেন ইডি, সিবিআইহয়ের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে তাকে চাপ দিয়ে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ে নামক বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে আদালতকে জানানোর পাশাপাশি হোসৈস খানার অভিযোগও পাঠান। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা বিরুদ্ধে চাপ তৈরি করার অভিযোগ করেন তিনি। এই চিঠি মামলার সুপ্রিম কোর্টে কাণ্ডজটাইও দাখিল হয়। কোনও পক্ষ সুপ্রিম কোর্টে গেলে, সেক্ষেত্রে মামলা শুনানি যাতে এক তরফা না হয়, তা নিশ্চিত করতেই এই কাণ্ডজটাই দাখিল করেন। মামলাকারীরা পক্ষ। শুধু কুন্তলই নেই, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাও ভূমিকা নিয়ে একাধিকবার সোচার হতে শোনা গিয়েছে। শাসকদলের নেতাদের বিভিন্ন জায়গায় তারা দাবি করেছেন, ক্ষমতায় আসতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে ব্যবহার করে বিজেপি। যে সমস্ত রাজ্যে বিজেপি বিরোধী দল সরকারে, সেখানেই শাসকদলের নানা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা হচ্ছে। এবাং আদালতে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করার ইতিও।

উত্তপ্ত কালিয়াগঞ্জে মৃত্যু যুবকের পুলিশের বিরুদ্ধে উঠল গুলি করার অভিযোগ

দুঃখ বার্তা, কালিয়াগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল: কিছুতেই যেন শান্ত হচ্ছে না উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ। ফের নতুন করে উত্তপ্ত এলাকা। বিজেপি এবং মুতের পরিবারের দাবি, কালিয়াগঞ্জের বিক্ষোভকাণ্ডে বিজেপি-র গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বিষম্বর্নকে প্রেফরার করতে যায় পুলিশ। তাঁকে

না পেয়ে তার বাবা ও সাদ বিবাহিতা মেয়ে এবং জামাইকে পুলিশ ডানে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তাতেই পুলিশ দল বিক্ষুব্ধনৈশে যুতুতোতা ভাই মৃত্যুঞ্জয় বর্মাণ। তখনই পুলিশ বাবা পেয়ে গুলি করে বলে এমনটাই অভিযোগ করা হয়েছে। পরিবারের তরফ থেকে। গুলিবিদ্ধ হয়ে মরেছেন নাম মৃত্যুঞ্জয় বর্মাণ (৩৩)। ঘটনার পর সরবর হয়েছে বিজেপি। বিরোধী দলনেতা টুইটে সরাসরি অভিযোগের আঙুল তুলেছেন মুখামন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশের বিরুদ্ধে। দেহে মামলাদায়ের জন্য রায়গঞ্জ মেডিক্যালেন নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশের তরফে এখনও প্রতিক্রিয়া মেনে। ঘটনাস্থল কালিয়াগঞ্জের রাধিকাপুর সংলগ্ন চাঁদকা গ্রাম। অভিযোগ, সেই এলাকার গতকাল রাতে পুলিশ পৌঁছায়। এর আগে কালিয়াগঞ্জে উত্তেজনার ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ফ্রেমতার করে চেষ্টা করা হয় বেশ কয়েকজনকে। তাকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসী ও পুলিশের মধ্যে বাসা বাসে। সেই সময় পুলিশ গুলি

চালায় বলে অভিযোগ। বর্তমানে থমথমে গোটা এলাকা। পুলিশের বিশাল বাহিনী পৌঁছছে। এলাকাস্থলো বিজেপি-র দাবি, ওই এলাকায় যার রয়েছে তাঁরা সকলেই বিজেপির কর্মী সমর্থক। ফলে যিনি মারা গিয়েছেন তিনিও বিজেপি কর্মী ছিলেন। ফলে গোটা ঘটনায় চড়তে শুরু করেছে।



রাজনৈতিক রঙ। অন্যদিকে বিরোধী দলনেতা একটি ভিডিও টুইট করেছেন। স্থানীয় গ্রামবাসী বলেন, “তিনগাড়ি পুলিশ এসে বিহুকে খুঁজল তারপর ওর বাবাকে গাড়িতে তুলতে গেল। মৃত্যুঞ্জয় এসে জিজ্ঞাসা করল কেনে তুলেছেন। থানার দারগা বলল শ্যুট করে। আর পুলিশ গুলি করল।” বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেন, “দাড়িভাঙে পুলিশ গুলি চালায়। ঠিক একই ঘটনা দুমুড়াখা যখন অন্যান্য কঠোর পুলিশ তাদের শ্রেফকার করে না। এই ঘটনার পর জনরোষের

‘আরও বাংলা!’ সপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, “পুলিশের গুলিতে এজন্য নিরীহ মানুষ মারা গেছে। যাকে প্রেতবর্তন করতে গেল সে মরে গেল। তাই তোকে পেলাম না অন্যজনকে গুলি করলাম। আসলে মুখ্যমন্ত্রী যেমন বুদ্ধি দিচ্ছে তেমন পুলিশ লাফেছে। বিনাশকারীকে বুদ্ধি নাশে।” তৃণমূল সংসদ সদস্য শাহনু বলেন, “মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি বিজেপির সংস্কৃতি। কালিয়াগঞ্জে যে ঘটনা ঘটেছে তাতে মর্যাদাসম্বন্ধের রিপোর্টে দেখা পাওয়া গেল। অন্যতরতা। আর পুলিশ বাংলায় সহনশীল নয়।” পরিচয় দেয় তা দেখেছেন ২০২২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর। বিজেপি ভাড়াটে গুস্তা দিয়ে মারধর করেছিল। এই কালিয়াগঞ্জেই দেহবলি পুলিশের উপর কীভাবে আক্রমণ হয়েছিল। আসলে মানুষ যত প্রত্যাখান করছে ওরা তত জলঘোলা করে বেঁচে থাকতে চাইছে।” কালিয়াগঞ্জে পরপর মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার বন্ধ ডাকল বিজেপি। এর আগে ছাত্রী মৃত্যুর প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল বিজেপির মহিলা মোর্চা। বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, “এই সরকারের পিছিয়ে পড়া জাতি, আদিবাসী, দলিত বিরোধী। মুখ্যমন্ত্রীর প্রেস মিটের পর থেকেই পুলিশ এই আরণ শুরুর করেছে। দম্ভ করতে বাধ্যার নামে বা তল্লাশি করতে গিয়ে সামান্য প্রশ্ন করতেই পুলিশ গুলি চালিয়েছে।”

সুকন্যার প্রেফতারিতে উচ্ছাস নেটনাগরিকদের

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : অনুব্রত-কন্যা সুকন্যার প্রেফতারিতে রীতিমত হর্ষ নেটনাগরিকদের মধ্যে। ভেসে উঠেছেনো ধরণের প্রতিক্রিয়া।ডঃ কল্যাণ কুমার ভট্টাচার্য বা হরফে লিখেছেন, মা মারা গেছে, বাবা জেলো। কুণাল বলছে ওকে বাড়িতে জেরা করা যেতো না? আরে কুণাল, মেয়ে বলছে সব বাবা জানে, অডিটার আঙ্কেল জানো। তারা তো দিল্লিতে। তা হলে?প্রতিক্রিয়ায় জমৈক মুর্মু ঠাকুর লিখেছেন, সঠিক কথা! বাবা, আঙ্কেল দিল্লী তে থাকতে বাড়ীতে কেন?জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য লিখেছেন, এবার হয়তো বলা সবসেে না না আগে যা বলেছি সব ভুল মা জানো। আর মা মারা গেছে। সরোজ বট্ট্যবাল লিখেছেন, কিন্তু স্যার, এই জেল নিয়ে গিয়ে কি হবে? সুদীপ মন্দন কুনাল এদের কি হয়েছে? কি ছিছদিন জেল খেটে এখন আবার বহাল তবিযতে সুখ ভোগ করছে। জেলের নাম তো এখন সংশোধন।গার। কি সংশোধন হয়েছেন ওনাদের? কুনালকে দেখে কি মনে হয় আপনার, লাজলজ্জা নামক কোন মক্ অতিধানে আছে? বোচারা শুধু শুধু আসে পালা। ওই লোকটি ওদের মত নিলজ্জ বেহয়া ছিলেন না। লজ্জা শরম একটু বেশিই ছিলো হয়তো। তাই হয়তো! অনুশোচনায় অকালে তাড়াতিড়ি চলে গেলো।অনলাইন নানা বাংলা সংবাদচ্যানেলেও রয়েছে হরেক প্রতিক্রিয়া। শুভদীপ সেনগুপ্ত লিখেছেন, পৈতৃক সম্পত্তির মত পৈতৃক ঋণ এর দায় তো সন্তানদের ঘাড়েই আসে। সন্তোষ কুমার ব্যানার্জী লিখেছেন, কী আনন্দে আছে মেখেও ভালো লাগে। মাছ ওয়ালার মেয়ে কতো উন্নতি করেছে, ভাবা যায়। বাবা আবার বীর উপাধি পেয়েছে। আশিস আচার্য লিখেছেন, এতে ভোটব্যঞ্চে কোনো প্রভাব পাবে না, কারণ বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা চলে গেছে। এতো জনের চাকরি বাতিল করাতো হাইকোর্ট, অথচ সুপ্রিম কোর্ট তাদের বাতিল করলো না,এতে চোরের সাহস বেড়ে গেল। সাধারন মানুষ ৫০০১০০০ এ সপ্তর্ন্ত, তোলালু শক্তি পেল, বিরোধী হতেদাম। বাকিরা নিজ দলে ফিরতে শুরু করেছে,কাঁ মাঠে গোল সেই উল্লসিত দলো!একটা সর্বাধিকারী লিখেছেন, এই সুযোগে কেষ্টার বাড়ি দখল করে প্রোমোটির করে ফেলা হোক। বেশ দুপুখা আসবে। জয়ভাক্স। অরুণ গুহ লিখেছেন, পাপ বাপকেও ছাড়ে না, সে যেই হোক, কথটা আবারও প্রমাণিত হল। সোমানাথ মল্লিক চৌধুরী লিখেছেন, পাপ বাপকেও ছাড়ে না, সে যেই হোক, কথটা আবারও প্রমাণিত হল।দেবদাস মাইতি লিখেছেন, যতক্ষণ কেষ্ট বেরিয়ে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনরা চুরি করবেন ইতিআর সিবিআই এর হাতে তৃণমূলের সকল প্রোপ্রার হয়ে তিহার জেলের যাবে ঠিক আছে। সত্যজি ব্যানার্জী লিখেছেন, ডাকাত মাতা তার চোর সন্তান থেকে কি দূরে থাকতে পারে? স্বপ্নন সরকার লিখেছেন,দিদির খুব কাছের লোক। লাভের গুরে ৭৫ টিএমসি কালিঘাট খেয়েছে।বিকাশ সাহনা লিখেছেন, পুরো দিল্লি তৃণমূলের নখলে (তিহার জেল)। খুব সু ন্দর খেলা জমে উঠেছে। এবার পিসি ভাইপো দিল্লি দখলের দিকে। টিটো বিশ্বাস লিখেছেন, সুকন্যার বয়স্ক্রেডের খবরের আশায় রইলাম। ‘ সিন্‌ক’ নামধারী একজন লিখেছেন, গরীব মানুষ মাছ বিক্রী করে আয় করে ছিল,সেই টাকা ইডি নিয়ে নিল,জন্মেই সইবে না বলে দিলাম। সন্দীপ চক্রবর্তী লিখেছেন, বিশেষ কিছু সুবিধেই হবে? আমি ব্যাক্তিগত ভাবে বিশ্বাস করি না।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে ভূমিধস, যান চলাচল বন্ধ

জম্মু, ২৭ এপ্রিল : বানিহালের কাছে নতুন করে ভূমিধসের কারণে বৃহস্পতিবার জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচল আবার স্থগিত করা হয়েছে।ট্রাফিক বিভাগের কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বুধবার সারা রাত বৃষ্টির পর বানিহালে ভূমিধস নেমেছে। যার জেরে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক যান চলাচলের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । তিনি জানান, বানিহালের শালগাড়িতে ভূমিধসের কারণে রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। তিনি জনগণকে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে ভ্রমণের আগে ট্রাফিক বিভাগকে জিজ্ঞাসা করার পরামর্শ দিয়েছেন।এসএসপি ট্রাফিক জাতীয় সড়ক মোহিতা শর্মা জানিয়েছেন, শালগাড়িতে ধবংসাবশেষ সরানোর কাজ চলছে। তিনি টুইট করে জানিয়েছেন, জাতীয় সড়ক বন্ধ রয়েছে। ভ্রমণের পরিকল্পনা করার আগে, একবার ট্রাফিক বিভাগের সাথে পরামর্শ করুন।

কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের আগেই ভোটের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : আগামী ১০ মে কর্নাটকের বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই ভোটের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে কর্নাটকে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।এদিন তিনি বলেন, কর্নাটকের মানুষের রাজ্য বিজেপির উপরে বিপুল আস্থা রয়েছে। বিজেপি নেতারা যেখানেই প্রচারে যাচ্ছেন, সেখানেই এই জনসমর্থনের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। এবারের নির্বাচনে বিজেপি রেকর্ড সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হবে।দিন কয়েক আগেই নির্বাচনী প্রচারে ও একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধনে কর্নাটকে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ভোটের আগে বিজেপি কর্মীদের মনোবাল বাড়াতে এ দিন ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কথা বলেন নমোদী।কীভাবে নির্বাচনী প্রচার চালালে জনগণের মনে স্থান করে নেওয়া যাবে, এই প্রশ্ন করেন এক বিজেপি নেতা। জবাবে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ১০ জন মহিলা ও ১০ জন পুরুষ কর্মীদের নিয়ে একটি শক্তিশালী দল গঠন করুন। আপনারা



বাড়ি বাড়ি যান এবং ডবল ইঞ্জিন সরকারের প্রচার করুন। আপনারা নিজেদের সঙ্গে একটা ডায়েরি রাখুন, সেখানে যাবতীয় তথ্য লিখে রাখুন যাতে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে সুবিধা হয়। প্রত্যেকটা বাড়িতে কমপক্ষে ১ ঘণ্টা করে সময় কাটান। প্রবীণদের আশির্বাদ নিন।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, যদি আপনারা ট্রাঙ্করে মার্কিত গাড়ির চাকা লাগান, তাহলে কী তা কাজ করবে? না। ডবল ইঞ্জিন সরকারের

রামনবমীর অশান্তির তদন্তভার এনআইএর হাতে

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : রামনবমীকে কেন্দ্র করে হাওড়ার শিবপুর ও ঝুগলির রিষড়ায় ব্যাপক অশান্তি দেখা গিয়েছিল। অশান্তি এতটাই বাড়াবাড়ি হয়েছিল যে ১৪৪ ধারা জারি করতে হয়েছিল। এই নিয়ে মামলাও হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে । আর সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্ট রামনবমীর মিছিল ঘিরে অশান্তির ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিল। বৃহস্পতি বার হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম ও হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেধে রামনবমীর মিছিলে অশান্তির ঘটনায় এনআইএ-কে সব তথ্য দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।এছাড়াও অশান্তির ঘটনার সিপিটিডি ফু টেজ সহ একআইআর- সব তথ্য কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতে ২ সপ্তাহের মধ্যেই তুলে দিতে হবে পুলিশ।কেহাওড়ার অশান্তির ঘটনায় উগ্ধিগু ছিল প্রশাসন। অশান্তি আদৌ কারা পাকিয়েছে, তা জানতে হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন বিরোধী দলনেতা। সেই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেধেই পর্যবেক্ষণ ছিল, পুলিশের যে রিপোর্ট জমা করেছিল, তাতে রাজ্যে অশান্তি



যে হয়েছে, তা উল্লেখ রয়েছে। তবে কারা এই অশান্তির ঘটনায় জড়িত এবং কারা উদ্ভান্নি দিয়েছে, তা জানা রাজ্য পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দিয়েই তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে। এনআইএ তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতাও। সোমবারই এনআইএ-র তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, তারা এই ঘটনার তদন্ত করতে প্রস্তুত। কেন্দ্রের তরফ থেকে আইনজীবী সওয়াল করেন, রাজ্যে যদি একটিও বোমাবাজির ঘটনা ঘটে, সেই ঘটনার তদন্ত এনআইএ করতে পারে। ২ এপ্রিল রাজ্যের একাধিক জায়গায় অশান্তি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোনও

রুশ হামলার পর জেলেনস্কির সঙ্গে প্রথম ফোনালাপ শির

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর প্রথমবারের মতো ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে কথা হয়েছে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের। বুধবার এ দুই নেতা টেলিফোনে কথা বলেছেন। চিনা ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের ফোনালাপটি প্রায় এক ঘণ্টা দীর্ঘ ছিল। দুই দেশের পক্ষ থেকেই বলা হয়েছে, ফোনালাপটি অর্থবহ হয়েছে।ফোনালাপ সম্পর্কে বৈজিং বলেছে, রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে ‘মীমাংসা’ করার জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে চিনা একজন দূতকে কিয়েভে পাঠানোর আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ফোনালাপের পর এক টুইটার পোস্টে জেলেনস্কি লিখেছেন, চিনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। একই সঙ্গে চিনে যদি ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা যায়, তবে আমাদের দ্বিপক্ষীয়



সম্পর্ক আরও জোরদার হবে।উল্লেখ্য, গত মাসে রাশিয়া সফর করেছিলেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তখন শি ও জেলেনস্কি উভয়েই বলেছিলেন- মস্কো সফরের পর তারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবেন।এদিকে চিনের বিদেশমন্ত্রক

করিমগঞ্জ জেলার সমবায় সমিতিগুলির ভোটার তালিকার খসড়া প্রকাশ

করিমগঞ্জ (অসম), ২৭ এপ্রিল : ২০০৭ সালের অসম সমবায় আইনের ২৬ (৩) ধারা অনুসারে করিমগঞ্জ জেলার সমবায় সমিতিগুলির ২০২৬-২৪ সালের ভোটার ও সদস্য তালিকার খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে।করিমগঞ্জের সমবায় সমিতিগুলির জেলা উপ-পঞ্জিক জ্ঞানিয়েছেন, প্রকাশিত খসড়া ভোটার ও সদস্য তালিকায় যদি কোনও সদস্যের নাম অথবা অন্যান্য ত্রুটি থাকে তবে তা সংশোধনের জন্য উপযুক্ত পক্ষ সহ আবেদন গ্রহীত। ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সমিতির কার্যালয়ে সম্পাদকের কাছে দাখিল করতে হবে।আরও জানানো হয়েছে, সমবায় পঞ্জিয়কের নির্দেশে সদস্য তালিকায় সদস্যদের মোবাইল নম্বর, বয়স ইত্যাদি থাকা আবশ্যক। ৩০ এপ্রিলের মধ্যে বয়সের প্রমাণপত্র, মোবাইল নম্বর ইত্যাদির কটাকপি তাই এপ্রিলের মধ্যে নিজ নিজ সমিতির কার্যালয়ে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।তবে ৩০ এপ্রিলের পর কোনও ধরনের আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

মানবাধিকার লঙ্ঘন ! শ্রীলঙ্কার গভর্নর ওয়াসান্ধা কারান্নাগোদার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ২৭ এপ্রিলঃমানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ তুলে শ্রীলঙ্কার এক প্রাদেশিক গভর্নরকে ডিসা দিতে অস্বীকার করল আমেরিকার। ওই গভর্নরের নাম ওয়াসান্ধা কারান্নাগোদা। দ্বীপরাষ্ট্রটিতে দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের সময় হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ আনা হয়েছে

তার বিরুদ্ধে।শ্রীলঙ্কার এক তদন্তে প্রাপ্তন নৌপ্রধান ওয়াসান্ধা কারান্নাগোদার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগে বলা হয়, তিনি ধনী পরিবারের কিশোর-কিশোরীদের অপহরণ করতেন এবং চাদা আদায়ের পর তাদের হত্যা করতেন। ২০২১ সালে অভিযোগে প্রত্যাহার

বুঝতে শিখেছেন। কয়েকটি রাজনৈতিক দল, যাদের জনকল্যাণ নিয়ে কোনও আগ্রহ নেই, তারা এই সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। এভাবে সরকার চলে না। একটা সরকার আজ ও আগামিকালের কথা ভেবেই শুণু চলতে পারে না। তাদের আগামী প্রজন্মের কথাও ভাবতে হয়। কর্নাটকের মানুষদের আশির্বাদ নেওয়ার জন্য আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই কর্নাটকে যাবেন বলেও বিজেপি কর্মীদের প্রতিশ্রুতি দেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেন, বিজেপি কর্মীরা রাজ্যে যখনই প্রচার চালাতে গিয়েছেন, তখনই তাঁরা সাধারণ মানুষের ভালবাসা পেয়েছেন। এতে বোঝা যায় সাধারণ মানুষ বিজেপির উপরে কতটা আস্থা রেখেছেন।প্রসঙ্গত, আগামী ১০ মে কর্নাটকের বিধানসভা নির্বাচন। ভোটের ফল প্রকাশ হবে আগামী ১৩ মে। ইতিমধ্যেই বিজেপি-কংগ্রেস সহ রাজনৈতিক দলগুলির তরফে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমানে শেখ পরায়ের প্রচার চালাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলি।

ইতিমধ্যেই ৩৬ জনকে প্রেফতার করা হয়েছে বলে তিনি জানান।ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘ এই সব এলাকায় ইন্টারনেট বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে। এটা কেন? সাধারণত বাইরে থেকে কোনও আক্রমণ হলে ইন্টারনেট বন্ধ রাখা হয়। একটি অশান্তির জেরে ইন্টারনেট বন্ধ করা হয় না। এক্ষেত্রে কেন হল? ছাদ থেকে পাথর ছোড়া হয়েছে বলেও এদিন প্রধান বিচারপতি আদালতে বলেন। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, আদালত কখনই এই ধরনের ঘটনা মেনে নেবে না। মানুষ নিরাপত্তা নিয়ে আমরা চিন্তিত। প্রধান বিচারপতি জানান, পুলিশ যে রিপোর্ট জমা করেছে, তাতে উল্লেখ রয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে অ্যাসিগ্নের বোতল, কাচের বোতল, বড় বড় বাথর, ইট উদ্ধার হয়েছে। রিপোর্টে এও উল্লেখ ছিল, মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার হয়েছে? কী এই মারাত্মক অস্ত্র? জানতে চান ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি। এরপরই এই মামলায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেয় আদালত।রাজ্যে রামনবমীর অশান্তির ঘটনায় এবার এনআইএর তদন্তের হাত ধরে কোন তথ্য সামনে আসে, এবার সেটাই দেখার।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দিয়েই তদন্তের প্রয়োজন। এরপরই রাজ্যের অ্যডভোকেট জেনারলকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন, এই প্রথম নয়। রাজ্যে বছরের পর বছর এই ধরনের অভিযোগ আসে। আদালত মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত। কীভাবে এর মোকাবিলা সম্ভব? অ্যডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জানান, শিবপুরে শান্তিপূর্ণ মিছিল করার জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু মিছিল স্করর ৩০ মিনিটের মধ্যেই মিছিলকারীরা পুলিশের সেই নির্দেশ মানেনি। তারা হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। হাওড়ার পরিস্থিতি আপাতত পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ঘটনায়

প্রতি সমর্থন জানিয়েছে ইউক্রেন। অন্যদিকে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা চিনের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। তবে তিনি ইউক্রেনের নিন্দা করে বলেছেন, কিয়েভ সব সময় যুক্তিসংগত উদ্যোগগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে এসেছে।আমেরিকাও দুই নেতার ফোনালাপকে স্বাগত জানিয়েছে। হোয়াইট হাউস বলেছে, চিনের উদ্যোগের ফলে রাশিয়া ও ইউক্রেন একটি শান্তিচুক্তির দিকে যাবে কিনা, তা হয়তো আমরা শিগগিরই জানতে পারব। আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা মুখপাত্র জন কিরবি বলেছেন, চিন একটি ভালো উদ্যোগ নিয়েছে। এটি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধকে একটি শান্তি প্রস্তাবের দিকে নিয়ে যাবে কিনা, তা অবশ্য এখনই বলা যাচ্ছে না।

ছদ্মিশগড়ে মাওবাদী হামলার নিন্দা করলেন ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী

ভুবনেশ্বর, ২৭ এপ্রিল : ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক ছদ্মিশগড়ের দান্তেওয়াড়ায় মাওবাদী হামলাকে কাপুরুষতা বলে নিন্দা করেছেন।এক টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ‘তিনি দান্তেওয়াড়ায় নকশালদের দ্বারা জঘন্য আইডিডি বিস্ফোরণের তীব্র নিন্দা করেন। এই হামলায় প্রাণ উৎসর্গকারী সকল বীর পুলিশ সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা। স্বাস্থ্যভাগকারী সৈন্যদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা। জানানোর পাশাপাশি আমি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।প্রসঙ্গত, এদিন আরানপুর থানা এলাকায় মাওবাদীদের উপস্থিতির খবরে, মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য দান্তেওয়াড়া থেকে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ডের (ডিআরজি) বাহিনী পাঠানো হয়েছিল। অভিযানের পরে ফিরে আসার সময়, মাওবাদীরা আরানপুর রোডে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটায়, যার ফলস্বরূপ ১০ জন ডিআরজি জওয়ান এবং একজন গাড়ি চালক

করেন। এন্জিওর তদন্তে এবং স্বাধীন তদন্তে নথিভুক্ত হয়েছে। এই অপরাধ গুরুতর ও বিশ্বাসযোগ্য। গভর্নর কিংবা তার স্ত্রী শ্রীমতী অশোকা কারান্নাগোদা আমেরিকা সফর করতে পারবেন না বলেও জানানো হয় বিবৃতিতে।-

গুজরাতিদের ‘অবমাননাকর’ মন্তব্যের অভিযোগ, তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা

পাটনা, ২৭ এপ্রিল : গুজরাতিদের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্যের অভিযোগে বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা রুজু করা হয়েছে। আমদাবাদের একটি আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে এক ব্যবসায়ী ওই মামলা রুজু করেছেন। জানা গিয়েছে, আহমেদাবাদের একটি আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন এক ব্যবসায়ী। তেজস্বী মার্চ মাসে গুজরাতিদের নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ‘ সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র গুজরাতিরাই প্রতারক হতে পারেন। কারণ, তাঁদের প্রতারণাও মাফ করে দেওয়া হবে।’জানা গিয়েছে, মামলা দায়েরকারী ব্যবসায়ীর নাম হরেশ



মেহেতা। সংবাদমাধ্যমে তেজস্বীর ওই মন্তব্য শুনে আহমেদাবাদের মেট্রোপলিটন আদালতে মামলা দায়ের করেন তিনি। তেজস্বীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৯ এবং ৫০০ প্রতারণাও মাফ করে দেওয়া হবে।’জানা গিয়েছে, মামলা দায়েরকারী ব্যবসায়ীর নাম হরেশ

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৯ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল



নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমছে। গত ২৪ ঘণ্টায়, ব্রেন্ট ব্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৯ ডলার এবং উব্রিউটিআই ব্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৫ ডলারে নেমে এসেছে। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওমেরসাইট অনুসারে, বৃহস্পতিবার রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোল ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকা ছিল। যেখানে, মুম্বইতে পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে ১০৬.৩১ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯৪.২৭ টাকা প্রতি লিটার। একইভাবে, কলকাতায় পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৭৬ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, যেখানে চেন্নাইতে পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৪ টাকা।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত ৯৩৫৫ জন, মৃত্যু ২৬ জনের

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : বিগত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ঊর্ধ্বমুখী দেশের করোনা সংক্রমণ। বুধবারের তুলনায় সামান্য কমলেও ১০ হাজারের গতির আশেপাশেই যোরাকেরা করছে দেশের দৈনিক করোনা সংক্রমণ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৯৩৫৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে ২৬ জনের। বর্তমানে দেশে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫৭ হাজার ৪১০-এ পৌঁছেছে।দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ১০-২ হাজারের গতিও পার করছে। গতকালই একধাক্কায় দেশে দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বুধবার দেশে দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৯৬২৯। এ দিন তা সামান্য কিছু কমে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৯৩৫৫ জন, যা গতকালের আক্রান্তের সংখ্যার তুলনায় ২.৮ শতাংশ কম। এই নিয়ে দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪ কোটি ৪৯ লক্ষে বেড়ে দাঁড়াল।আক্রান্তের সংখ্যার পাশাপাশি চিন্তা বাড়াচ্ছে করোনার মৃতের সংখ্যাও। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে ২৬ জনের। যদিও এরমধ্যে কেবলে পুরনো ৬টি মৃত্যুর নথি যোগ হয়েছে।একদিনেই ২৬ জনের মৃত্যু হওয়ায় দেশে মোট মৃতের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৩১ হাজার ৪২৪-এ পৌঁছেছে।বর্তমানে দেশে সংক্রমণের হার ৪.০৮ শতাংশ এবং সাপ্তাহিক সংক্রমণের হার ৫.৩৬ শতাংশ। দেশের মোট আক্রান্তের সংখ্যার ০.১৩ শতাংশ সক্রিয় রোগীর সংখ্যা। তবে এখনও স্বস্তিজনক পরিস্থিতিতে রয়েছে করোনা়য় সুস্থতার হার। বর্তমানে দেশে সুস্থতার হার ৯৮.৬৯ শতাংশ। দেশে মৃতের হার ১.১৮ শতাংশ।

জেল থেকে ছাড়া পোলেন বাহুবলী নেতা ও প্রাক্তন সাংসদ আনন্দ মোহন

পটনা, ২৭ এপ্রিলঃটানা ১৬ বছর পর বৃহস্পতিবার জেল থেকে মুক্তি পোলেন প্রাক্তন সাংসদ আনন্দ মোহন সিং। বিহারের বাহুবলী নেতা ও প্রাক্তন সাংসদ আনন্দ মোহন সিং এদিন ভোর ৪টায় সহস্রা জেল থেকে মুক্তি পান। জনসমাগমের সম্ভাবনার কারণে বৃহস্পতিবারে ডোরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এজন্য রাতেই সব কাগজপত্র শেষ হয়েছে। জেলাশাসক জি কৃষ্ণহিয়া হত্যা মামলার তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় আনন্দ মোহন ১৫ দিনের প্যারোলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ২৬ এপ্রিল আত্মসমর্পণ করেন। প্যারোলে আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে জেলে মুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়।আনন্দ মোহনের মুক্তি নিয়ে স্কোভ প্রকাশ করেছেন জি কৃষ্ণহিয়া কন্যা পদ্মা। হায়দরাবাদে তিনি বলেন, বিহার সরকারের উচিত তার সিন্ধাভূ পূনর্বিবোনো করা। সরকার ভুল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।জেলাশাসক জি কৃষ্ণহিয়া হতায় আনন্দ মোহনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় হাইকোর্ট। এর অধীনে তাকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আনন্দ সাজা পূর্ণ করেছিল। কিন্তু ম্যানয়াল অনুযায়ী, সরকারি চাকরিজীবী হত্যার মামলায় আসামিকে মৃত্যু পর্যন্ত কারাগারে থাকতে হবে। নীতীশ সরকার পরিবর্তন করেছে। ১০ এপ্রিল রাজ্য সরকার এই ম্যানুয়ালটি পরিবর্তন করেছে। সোমবার আনন্দ মোহনসহ ২৭ আসামির মুক্তির আদেশ জারি করা হয়েছে। আরও ৬টি মামলা চলছে। এরই মধ্যে তিনি জামিন পেয়েছেন।

সিমলার আইজিএমসি হাসপাতালের ওপিডি ভবনে আগুনের জেরে আতঙ্ক

সিমলা, ২৭ এপ্রিল : সিমলার সবচেয়ে বড় সরকারি হাসপাতাল আইজিএমসির নতুন ভবনে বৃহস্পতিবার সকালে আগুন লাগে। মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু কেরুদীন আগেই এই ভবনের উদ্বোধন করেছেন।নতুন ভবনের উপরের তলায় ডাঙরারদের অফিসে আগুন বেগেছে। ওই ভবনের নিচের তলায় রয়েছে ওপিডি বিভাগ। তথ্য অনুযায়ী, ওপিডি ভবনের উপরের তলায় অগ্নিহিত ক্যাস্টিনে সিগিন্ডার বিস্ফোরণে আগুন লাগে।

আইজিএমসির সিনিয়র মেডি ক্যাল সুপারিনটে নডেন্ট উস্তর রাহ্ল রাও বলেন, আগুনে পুড়ে যাওয়া বিস্ত্রিঙটি খালি করা হচ্ছে। দমকল ট্রিগেডের কর্মীরা আগুন নেভাতে ব্যস্ত।আগুনের কারণে পুরো ভবন থেকে কানের ধোঁয়া উঠছে। ঘটনার জেরে হাসপাতাল চত্বরে ধাক্কাধাক্কি হয়। তাড়াহুড়ো করে ভবন থেকে কচমচারী, রোগী ও অন্যান্য লোকজনকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনায় প্রাণহানির কোনো খবর এখনও পাওয়া যায়নি।

দুরন্ত বার্তা পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা, ২৮এপ্রিলঃশুক্রবার, ১৪ বৈশাখ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৮এপ্রিলঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যদ্র, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৪ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাংখ, ২৫৬৫ বুদাভাঃ, বাংলাদেশঃ১৪ বৈশাখ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ১৪ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈত্রেঃ১১ শজিব, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপূজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪২২এ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১ঃ১ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্র পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পূনর্বসকরণঃবিজজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ৫ঃ৪ঃ০১ থেকে - ০৭ঃ০ঃ৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫ঃ৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২ঃ৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১ঃ২ঃ ৫ঃ৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩ঃ২ঃ১৫ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৪ঃ১ঃ২২এ থেকে - ০৫ঃ৫ঃ২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২ঃ৪ঃ২এ থেকে - ০৮ঃ৫ঃ৬ঃ ৪এ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৩ঃ০ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫ঃ২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১ঃ৫ঃ৯ঃ০ঃ৪ থেকে - ১১ঃঃ৫ঃ৪ঃ৪ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৫ঃ২ঃ১২ থেকে - ০ঃ৫ঃ২ঃ৪ঃ১ পর্যন্ত।কুলিক বেলোঃ দিন ০৭ঃ৫ঃ৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪ঃ৫ঃ২ পর্যন্ত।কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২ঃ৪ঃ২এ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩ঃ৫ পর্যন্ত।বারবেলোঃ দিন ০ঃ২ঃ৩ঃ ২এ থেকে - ১০ঃ০ঃ৪ঃ৫২ পর্যন্ত।কালবেলোঃদিন ১০ঃ০ঃ৪ঃ২২ থেকে - ১১ঃ০ঃ৮ঃ১৮ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪ঃ৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১ঃ১ঃ৪ঃ৫ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১ঃ১ঃ৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২৩৬ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ।।বারবেলোঃ দিন ০৮ঃ৩ঃ১ঃ২

আবহাওয়া

আংশিক পরিস্কার আকাশ।বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে।।তাপমাত্রা একেজ ৩৫.০ঃডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সেন্টিম্ন ২৫.০ঃএডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়।। আংশিক্ক আর্দ্রতা হবে ৮-৯শতকরা এবং ৪৩শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বৃহঃবার। জোয়ার-সকলঃ ১টী ০০ মিনিঃ এবং রাতঃ ১১টী ২০মিনিঃ হবে।জল-সকলঃ ১১টী ২০মিনিঃ।রাতঃ ১১টী ২০ মিনিঃ। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ১১মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে দিনঃ ৫ টা - ৫ঃ৯মিনিঃের মধ্যে হবে আজ হতে পারে।

রাশিফল

মেঘরাশিঃ নিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। বৃষত রাশিঃআপনার শিশুসুলভ স্বভাব ভেসে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজের মধ্যে থাকবেন। বিবাহের যোগ হবেই। **মিথুন রাশিঃ**তেলে এবং মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। বিপরীত বিন্দের কোনও নেটিভের সহায়তায় আজ আপনি ব্যবসা বা চাকরিতে আর্থিক সুবিধা পেতে **কর্কট রাশিঃ**রক্তচাপের রোগীরা তাদের রক্তচাপ কমানো হবে আজ **মিংহ রাশিঃ** রাশিঃআপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সমৃদ্ধীনি হওয়া উভেজনা এবং চাপ থেকে পত্রিগ্রাণ পেতে পারেন। শুভদিন **কন্যা রাশিঃ**আপনার আশা একটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে। শুভ **তুলা রাশিঃ**কিছু মানুষের মনে হতে পারে যে আপনি নতুন কিছু দেখার পক্ষে বেশিই বয়স্ক- কিন্তু একদমই সত্যি নয়-আপনার প্রকর **বৃশ্চিক রাশিঃ**বন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন। **ধনু রাশিঃ**একটি শূশির সংবাদ পাওয়া সম্ভবপর। আজ কোনও নিকট আত্মীরের সহায়তায় হবে **মকর রাশিঃ**গাড়ি চালানোর সময় যত্নবলী হোন। আপনার আত্মীয় পরিকল্পনার ফলে অর্থের অভাব দেখা দিতে পারে।। সংসারে শান্তি **কুন্ত রাশিঃ**কিছু প্রতিকূলতার সামনা করা সম্ভবপর। মনোক্ষুধ হবেন না বরং আকাঙ্খিত ফল পেতে কঠোর পরিশ

আপাতত স্থগিত, সপ্তাহান্তে বন্ধ থাকছে না দ্বিতীয় হুগলি সেতু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : আপাতত স্থগিত দ্বিতীয় হুগলি সেতু বা বিদ্যাসাগর সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা। অর্থাৎ ২৯ ও ৩০ তারিখ বন্ধ থাকছে না দ্বিতীয় হুগলি সেতু। জানানো হয়েছে, বিদেশ যে সংস্থার মেশিনের মাধ্যমে সেতুর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করার কথা হচ্ছিল, সেই সংস্থার কিছু সমস্যা রয়েছে। কবে সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে, তা পরে জানিয়ে দেওয়া হবে। আগে লালবাজারের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ২৯ এপ্রিল, শনিবার এবং ৩০ এপ্রিল, রবিবার রাতে কেবল পরীক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণ ও

মেরামতির জন্য বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু। শনিবার রাত ১২টা থেকে রবিবার সকাল ৬টা এবং রবিবার রাত ১১টা থেকে সোমবার ভোর ৫ টা পর্যন্ত এই সেতুতে কোনও গাড়ি চলবে না। রাতে বহু পণ্যবাহী গাড়ি এই দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজ দিয়ে পারাপার করে। ফলে সমস্যা পড়তেন চালকরা। আপাতত সেই নির্দেশিকা বাতিল করা হয়েছে। জানানো হয়েছিল, শনি ও রবিবার বেহালা-আলিপূরের দিক থেকে আসা গাড়িগুলিকে হসপিটাল রোড, ধর্মতলা, চিত্তরঞ্জন আর্ডিনিউ, শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়, টালা সেতু, বিটি রোড হয়ে নিবেদিতা সেতুর দিকে এগিয়ে যাবে। অন্যদিকে, বন্দর এলাকার দিক থেকে আসা গাড়িগুলি হেস্টিংস মোড় থেকে ঘুরিয়ে স্ট্যান্ড রোড, কিংস ওয়ে, ধর্মতলার দিকে চলে যাবে। টালিগঞ্জ- ভবানীপুরের দিক থেকে যে গাড়িগুলি আসবে, তা এক্সাইড মোড়, ধর্মতলা হয়ে নিবেদিতা সেতুতে পাঠানো হবে। এছাড়া হোট গাড়িগুলি যাতায়াত করবে স্ট্যান্ড রোড ও হাওড়া সেতু হয়ে। আপাতত এই নিয়ম কার্যকর হচ্ছে না।

পোল্টি ফার্মের মুরগি থাকা খাঁচায় ঢুকল এক পূর্ণ বয়স্ক বন বিভাল

দুরন্ত বার্তা, উল্বেড়িয়া, ২৭ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার সকালে শ্যামপুরের বোলপুর ঝাউতলা গ্রামের এক পোল্টি ফার্মের মুরগি থাকা খাঁচায় ঢুকে



পড়ল এক পূর্ণ বয়স্ক বন বিভাল । ওই পোল্টি ফার্মের মালিক হিল্লাল প্রামানিক ও ফার্ন এর ম্যানেজারের শুভজিত পারুই জানান যে এদিন সকালে পোল্টি ফার্মে এসে দেখি এক বড় বন বিভাল ঢুকে পড়েছে এবং প্রায় ১৫ টার মতো মুরগি মেরে দিয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে ওই পোল্টি ফার্মের মালিক হিল্লাল প্রামানিক উল্বেড়িয়া রেঞ্জার অফিসার রাজেশ মুখোপাধ্যায়েকে ফোন করে পুরো বিষয়টি জানান। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বনদপ্তরের কর্মীরা এসে

পূর্ণবয়স্ক বন বিভালটিকে গডচুমক প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য হিল্লাল প্রামাণিক ও শুভজিত পারুই জানাই গত বছরে নভেম্বর মাসে ঢুকে ছিল পোল্টির ফার্মে প্রাই ১৫০ টার বেশি মুরগি মেরে দিয়েছিল। তাই আমরা প্রাণী টিকে ধরে বনদপ্তরে হাতে তুলে দিলাম।

হালিশহর পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে শপথ নিলেন শুভঙ্কর ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, বারাকপুর, ২৭ এপ্রিল : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হালিশহর পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ নিলেন শুভঙ্কর ঘোষ। পরিবর্তন হল উপ পৌর প্রধান পদেও বৃহস্পতিবারের মন্ত্রী পার্থ ডেভিষ্, বিধায়ক সুবোধ অধিকারী, রাজ্যের ছাত্র পরিষদের সভাপতি ত্রিনাক্ষর ভট্টাচার্য্য, কাচাপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান কমল অধিকারী, নৈহাটির চেয়ারম্যান অশোক চ্যাটার্জি সহ সকল হালিশহর পৌরসভার কাউন্সিলরদের উপস্থিতিতে চেয়ারম্যান হিসাবে শপথ নিলেন হালিশহর পৌরসভার চেয়ারম্যান শুভঙ্কর ঘোষ। অপরদিকে, হালিশহর পৌরসভার উপপৌর প্রধান হিসেবে শপথ নিলেন চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিল হিমালীষ ভট্টাচার্য্য। হালিশহর পৌরসভার চেয়ারম্যান শুভঙ্কর ঘোষ শপথ নেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান বিগত দিনেও তিনি যেভাবে সহযোগিতা করেছেন সেভাবেই এই পুরো বোর্ডে অন্যান্য যে সদস্যরা আছে তাদের সকলকে তিনি সহযোগিতা করবেন। রানী রাসমনির শহর এবং চাকুর রামকৃষ্ণের পদধূলি প্রাপ্ত হালিশহরের উন্নতি করা তার একমাত্র লক্ষ্য।

ইডি দফতরে শান্তনুর স্ত্রী প্রিয়াঙ্কার হাজিরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : ইডির দফতরে হাজির হলেন তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা। বৃহস্পতিবার সকালে সপ্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে একেন তিনি। ইডি সূত্রে খবর, নিয়োগ মামলায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর পেতে তদন্তকারী সংস্থার তরফেই ডেকে পাঠানো হয় প্রিয়াঙ্কাকে। ইডির দফতরে অবশ্য এর আগেও এক বার এসেছিলেন প্রিয়াঙ্কা। তবে সে বার সম্ভবত ইডি তলব করণেই তাঁকে। কারণ পরে প্রিয়াঙ্কা বলেছিলেন, “ইডি আমাকে ডাকেনি এক বারও। ডাকলে নিশ্চয়ই সহযোগিতা করব।” তার নামে বিপুল সম্পত্তি প্রসঙ্গেও তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, “কিছু সম্পত্তির কথা অবশ্যই জানতাম। তবে সবটা জানি না।” আতশকাচের তল্লাষ প্রথম থেকেই ছিলেন প্রিয়াঙ্কা। নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে শান্তনুর বিষয়সম্পত্তির খোঁজে নেমে তার শ নামে একাধিক সম্পত্তির সন্ধান পেয়েছিল ইডি। একাধিক বাড়ি, ফ্ল্যাট ছাড়াও ইভান কন্ট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থার ডিরেক্টর হিসাবেও শান্তনুর স্ত্রীর নাম রয়েছে বলে জানতে পারে ইডি। এই সংস্থার নামে আবার একাধিক সম্পত্তি কেনা হয়েছিল। এছাড়াও আকার শিক্ষিকা প্রিয়াঙ্কার একটি বুটিকও ছিল। সেই ব্যবসাও কালক্রমে ফুলেফেঁপে উঠেছিল বলে ইডি সূত্রে খবর। ইতিমধ্যেই ইভান কন্ট্রেডের এক কর্তা রাশেশ মল্লকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি। এ বার তলব করা হয়েছে প্রিয়াঙ্কাকেও। ইডি সূত্রে খবর, প্রিয়াঙ্কাকে এই সমস্ত সম্পত্তি এবং তাঁর নামে থাকা সংস্থার নেননেনে সক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে ইডি। ব্যবসার মূলধনের সূত্র কী? তা-ও জানতে চাওয়া হতে পারে প্রিয়াঙ্কার কাছে।

বীমা ন্যায়পাল অফিসের কৃতিত্ব

কলকাতা, ২৭ এপ্রিলঃ কলকাতা কেন্দ্রে ২০২২-২৩ সালের মধ্যে পূর্ববর্তী বছরের মূলতুবি থাকা অভিযোগগুলি সহ নথিভুক্ত সমস্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করে ইনসিওরেন্স ওব্রুডসম্যানের কার্যালয়, কলকাতা একটি নতুন উচ্চতা অর্জন করেছে। অক্টোবর, ২০২২-এ মিসেস কিরণ সহদেব ন্যায়পাল হিসাবে যোগদানের পর, তিনি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য অভিযোগের সমাধানের জন্য মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছেন। গত দুই দশকের কাজ চালাকালীন, এই প্রথমবারের মতো কলকাতা কেন্দ্র দুই মাইলফলক অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বছরে কেন্দ্র ৩০২৭টি অভিযোগ পেয়েছে (জীবন বীমা-১৫৯১, স্বাস্থ্য বীমা-১১৭২, সাধারণ বীমা-১৬৪৪) যা ২১৯টি শুনানির সেশন পরিচালনা করে ১০০ শতাংশ নিষ্পত্তির সাথে সমাধান করা হয়েছিল। এর মধ্যে ১১৪৪ টি মামলা অভিযোগকারীদের পক্ষে গেছে। শুধুমাত্র মার্চ, ২০২৩ মাসে, কেন্দ্র ৪৫৪ নম্বর নিষ্পত্তি করেছে। অভিযোগ করে ৫০ দিনের মধ্যে ৬৩ অভিযোগ নিষ্পত্তি করার প্রতিক্রিয়ার সময়ও হ্রাস করা হয়েছে। এই আশামানা কৃতিত্ব অর্জনের জন্য কলকাতা কেন্দ্রের ইনসিওরেন্স ওব্রুডসম্যান টিম আইআরডিএআই উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের, এনসিউরেন্স লোকপাল মুম্বাইয়ের কাউন্সিল, সমস্ত উত্তরাধাতা ইনসিওরেন্স কোম্পানি এবং অভিযোগকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। টিম নিশ্চিত যে ইনসিওরেন্স সেক্টরের সংযুক্ত গ্রাহকরা এই ফোরামটি ব্যবহার করবে যা একটি আধা-বিচারিক সংস্থা বিনা খরচে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে অভিযোগের সমাধানের জন্য। অভিযোগগুলি অনলাইনে, বা সেইলসে মাধ্যমে বা আমাদের কেন্দ্রে শারীরিক কাগজপত্র পাঠানোর মাধ্যমে দায়ের করা যেতে পারে।

কালিয়াগঞ্জকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হাইকোর্টের, পুলিশকে কড়া নির্দেশ!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : কালিয়াগঞ্জের ঘটনায় রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। কালিয়াগঞ্জে ঘটনায় তদন্তের কী অগ্রগতি, সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট দিতে হবে পুলিশকে। আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দিতে হবে পুলিশকে। নির্দেশ আদালতের। পাশাপাশি, আদালতের আরও নির্দেশ, ভিডিওগ্রাফি সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। তবে এদিন আদালতে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের দাবি জানানয় পরিবার। যদিও এখনই দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত করার জন্য নির্দেশ দেননি বিচারপতি রাজা শেখর মাস্তা। বরং বিচারপতি মাস্তা পরিবারকে পুলিশের রিপোর্টটি পড়ে দেখার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি, পুলিশকে পরিবারের হাতে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট, একফাইআরের কপি তুলে দেওয়ার জন্যও নির্দেশ দেন। ২ মে মামলার পরবর্তী শুনানি। প্রসঙ্গত, পুলিশের রিপোর্টে ধর্ষণের কোনও ইঙ্গিত নেই। বলা হয়েছে, শরীরে কোনও যৌন নিগ্রহের চিহ্ন নেই। নাবালিকার পেটে বিষ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু আদালতে ওই কিশোরীর পরিবার অভিযোগ করে যে সঠিকভাবে ময়নাতদন্ত হয়নি। পাশাপাশি ভিডিওগ্রাফি না হওয়া, প্রথমে একফাইআর না নেওয়ার মত আরও অনেক অভিযোগও করে পরিবার। আদালতে দাঁড়িয়ে পরিবার বলে, ‘পুলিস পরিবারের কাছে থেকে দেহ টেনে নিয়ে যায়। আমাদেরকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে।’ অন্যদিকে আদালতে পুলিশ দাবি করে যে, তথ্যপ্রমাণ বাঁচাতেই পুলিশ দেহ ছিনিয়ে নিয়ে আসে। কারণ, পুলিশ যাতে না



পায়, তার জন্য দেহ নিয়ে একটা মার্কেটে চলে যায়। ওখানে দেহের পাশে টায়ার জ্বালাতে শুরু করে উত্তেজিত জনতা। পুলিশ বলে, ২৮ এপ্রিল বিকালে ঘটনাটি ঘটে। মেয়েটির বয়স ১৮-র নীচে আর ছেলোটির বয়স ১৮-র উপরে। তারা নিখোঁজ হয়ে যায়। পুলিশ দুই পরিবারকেই জিডি করতে বলে। তারা করতে চায়নি। কিন্তু পুলিশ তল্লাশি শুরু করে দেয়। ২৮ তারিখ রাত পর্যন্ত তাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরদিন সকালে একটি পুকুরের সামনে নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়। একটা বোতল পাওয়া যায় দেহের পাশ থেকে। সেইসময় সবাইকে বলা হয় পুলিশকে সাহায্য করতো। যাতে দেহের ময়নাতদন্ত করানো যায়! কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে জমায়েতে শুরু হয়। তারপর পুলিশ যাতে দেহ না পায়, তার জন্য একটা মার্কেটে নিয়ে যায় দেহ। ওখানে দেহের পাশে টায়ার জ্বালাতে শুরু করে উত্তেজিত জনতা। পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে ফোর্স ডাকে। তারপর দ্রুত দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। তাই পুলিশকে কিছুটা টেনে নিয়ে যেতে হয় দেহ। আদালতকে পুলিশ জানায়, এজনা

৪ জন পুলিশ অফিসারকে সাসপেন্ডেও করা হয়েছে। পাশাপাশি, তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এই ঘটনায়। প্রসঙ্গত, তপ্ত কালিয়াগঞ্জে যুবকের গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধারে ফের নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সূত্রের খবর, গতরাতে কালিয়াগঞ্জের গ্রামে অভিযানে যায় পুলিশ। তাতেই নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, গুলি চালায় পুলিশ। যদিও কে গুলি চালিয়েছে তা স্পষ্ট নয়। পুলিশের তরফ থেকে সত্যতা স্বীকার করা হয়নি। তবে রাস্তায় পড়ে রয়েছে গুলির খোল। পুলিশের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে এলাকাবাসী। থমথমে গোট। এলাকা। এদিকে কালিয়াগঞ্জে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াতেই সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা জানিয়েছে প্রশাসন। উল্লেখ্য, আগেই কালিয়াগঞ্জে ৪ টি ওয়ার্ডে ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। একইসঙ্গে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াতেই কড়া নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ।

রাজ্যে বেড়েই চলেছে করোনা সংক্রমণ, গত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত আড়াইশোর বেশি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : আবারও চোখ রাখাচ্ছে করোনা ভইরাস। রাজ্যে ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে সংক্রমণ। বৃহস্পতিবার রাজ্যের স্বাস্থ্যদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টা বাংলায় নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২৫৩। মৃত্যু হয়েছে ২৩ জনের। পজিটিভিটি রেট ১৪.০৪ শতাংশ। স্বাস্থ্যদপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী, এই মুহূর্তে রাজ্যের আ্যাকটিভ কোভিড রোগীর সংখ্যা ১৯০২। এর মধ্যে ৮২ জন ভরতি হাসপাতালে। বাকিরা রয়েছেন হোম আইসোলেশনে। এই মরশুমে হোম আগে রাজ্যে কয়েকশয় প্রাণ হারিয়েছেন বেশ কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই বয়স্ক। কোমর্বিডিটির কারণেই করোনা পজিটিভ হওয়ার পর তাঁদের



শরীরিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। এই পরিস্থিতিতে ভিড এড়ানো, ফের মাস্ক ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। মুখামস্ত্রী নিজেও এই বিষয়ে রাজ্যবাসীকে সতর্ক করেছিলেন। সপ্তাহের মাঝে দেখা গেল, সত্যিই করোনা সংক্রমণ বেড়েছে অনেকটা। কলকাতা হাই

কোর্টে ইতিমধ্যেই জারি হয়েছে কোভিড বিধি। মাস্ক-স্যানিটাইজারের ব্যবহার ফিরেছে। বৃহস্পতিবার একদিকে আড়াইশোর বেশি মানুষের কোভিড পজিটিভ হওয়ার তথ্য বের উদ্বেগজনক বলেই মনে করছেন বিশিষ্ট চিকিৎসকরা। তার উপর রয়েছে ঊর্ধ্বমুখী পজিটিভিটি রেট। রাজ্যে টিকাকরণের হার বেশ ভাল। প্রথম দুটি ডোজ তো বটেই, বয়স্কদের অধিকাংশেরই বুস্টার ডোজ নেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে চিকিৎসকদের পরামর্শ, বয়স্করা ভিড এড়িয়ে চলুন। সর্দি-কাশি, গলাব্যথা হলে অবহেলা নয়, ডাক্তার দেখিয়ে ওষু খাওয়া ও সাবধানে থাকা দরকার। আর ছোটদেরও যথেষ্ট সতর্কতা প্রয়োজন। অভিভাবকরা ছোটদের শরীরের দিকে খোয়াল রেখে চলুন।

বহুতল থেকেই ঝাঁপ আইটি কর্মীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : মানসিক অবসাদে আত্মহত্যা? যে বহুতলে থাকতেন, সেই বহুতলেরই চোদ্দো তলা থেকে ঝাঁপ দিলেন আইটি কর্মী! হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর, তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন চিকিৎসকরা। ঘটনাস্থল, নিউটাউন। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম রাজর্ষি দত্ত। বাড়ি, শিলিগুড়িতে। শহরের একটি নামজাদা আইটি কোম্পানিতে চাকরি করতেন তিনি। ভাড়া থাকতেন নিউটাউনে একটি বহুতলের চোদ্দো তলার ফ্ল্যাটে। ওই আবাসনের নিরাপত্তারক্ষীরা জানিয়েছেন, এদিন সকালে ওপর থেকে ভারী কিছুর পড়ার শব্দ পান তারা। এরপর দেখেন, রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছে রাজর্ষি! খবর দেওয়া হয় টেকনোসিটি থানায়। পুলিশ এসে খবন হাসপাতালে নিয়ে যায়, তখন ওই যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। প্রাথমিক তদন্তে জানা দিয়েছে, মাস ছয়ক আগেই বাবাকে হারান রাজর্ষি। সেকারণেই মানসিক অসুস্থে তিনি আত্মহত্যা করছে বলে মনে করছে পুলিশ। এর আগে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে সল্টলেকে আইটি সেক্টরের একটি অফিসের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল নিরাপত্তারক্ষীরা। অফিসে শোণাগুরে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল তাঁকে। হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হয়নি!

বিদ্যালয়গুলির মান উন্নয়নে উদ্যোগী রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : রাজ্য সরকার সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির মান উন্নয়নে উদ্যোগী হয়েছে। এই জন্য প্রাথমিকভাবে কলকাতার ৭০ টি বিদ্যালয় কে শিক্ষার উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ের সুশাসন, পারস্পরিক সহযোগিতা, মানবসম্পদকে ব্যবহার করার মত বিষয় কাজ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলির কাছাকাছি থাকা অন্যান্য স্কুলগুলির উন্নয়নেও যেন এই স্কুলগুলি কাজ করে তা দেখার কথা বলা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে কলকাতা লাগোয়া শহরতলী ও গ্রামাঞ্চলেও এই ধরনের মেন্টর স্কুল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যে ১১ টি নতুন নার্সিং কলেজ তৈরির সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : রাজ্যেটার ঘোষণা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে এগারোটি নতুন নার্সিং কলেজ তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উত্তর বারাসাত, ডায়মন্ড হারবার , আরামবাগ, রামপুরহাট, ঝাড়গ্রাম, কোচবিহার, রায়গঞ্জ, পুকুরিয়া, তমলুক, জলপাইগুড়ি এবং উল্বেড়িয়ায় এই নার্সিং কলেজগুলি তৈরি করা হবে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। প্রতিটি কলেজে একশো জন করে শিক্ষার্থী বিএসসি নার্সিং প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন। একটি কলেজ তৈরি করতে খরচ ৫৭৫ লক্ষ হয়েছে দশ কোটি টাকা। উল্লেখ্য চলতি অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাব পেশের সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন দেশজুড়ে ১৫৭ টি নতুন সরকারি মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং কলেজ তৈরি করার কথা

নেশা সামগ্রী সহ আটক এক যুবক

আগরতলা, ২৭ এপ্রিল : নেশা বি্রোধী অভিযানে আবারও সাফল্য পেয়েছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হাওয়াইবাড়ি নাকা পয়েন্টে অভিযান চালিয়ে পেয়েছে থাকা সাবানের বাজ্ঞের মধ্যে ১০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ ১৫ হাজার টাকা নগদ অর্থ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সাথে গাড়ির চালককেও আটক করা হয়েছে বলে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রসুন কাশি ত্রিপুরা জানিয়েছেন। গোয়েন্দা সূত্রে খবর আসে বৃহস্পতিবার সকালে টিআর০৬৪০৪৭৩ নম্বরের গাড়ি করে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী আগরতলা থেকে তেলিয়ামুড়ায় পাচার হবে। সেই মোতাবেক এদিন সকাল তেলিয়ামুড়া হাওয়াইবাড়ির নাকা পয়েন্টে ওৎ পেতে বসে থাকে পুলিশ। গাড়িটি আসা মাত্র আটক করা হয়।



স্বস্তির বৃষ্টিতে আলিপুর চিড়িয়াখানায় পেখম মেলেছে ময়ূরা- সৌরভ দত্ত

ভিজল উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গ, জেলায় জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার থেকে আগামী পাঁচ দিন উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টি হবে। ২৭ এপ্রিল উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গের সব জায়গাতেই একটু বেশি ঝড় বৃষ্টি হবে। ২৮ এপ্রিল আবার ঝড় বৃষ্টি কমে যাবে। ২৯ তারিখ অর্থাৎ পরশুদিন থেকে এই ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে দুই বঙ্গে। পরশুদিন থেকে তিন দিন দুই বঙ্গেই তাপমাত্রা খানিকটা বাড়বে। জলীয়বাষ্প আবহাওয়ায় থাকবার জন্য অস্বস্তি বজায় থাকবে। স্থানীয়ভাবে যেখানে ঝড় বৃষ্টি হবে সেখানে তাপমাত্রার পরিমাণ খানিকটা কম থাকবে। আজ আবার কলকাতায় ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমে যাবে। তবে ২৯ তারিখ থেকে কলকাতায় আবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী বৃহস্পতিবার কলকাতায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। ভিজতে পারে বাকুড়া, পুকুরিয়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূমে। শুক্র ও শনিবার আবহাওয়া মোটা মুঠি শুষ্কই থাকবে। আবার রবিবার থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। আপাতত দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা নেই। ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। তবে ঝাড়গ্রাম পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বাকুড়াতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং ৪০ কিলোমিটার ঘণ্টায় প্রতি গতি বেগে দমকা ঝড় হাওয়া সম্ভাবনা অনেকটা বেশি। বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো হাওয়া সঙ্গে বজ্র বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা ৪৮ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। বাকি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।

সিপিএমের তহবিলে দান, ডাক বিভাগে বাম সংগঠনের স্বীকৃতিই বাতিল

সৌরভ দত্ত, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : নিয়ম বিহীনতাবলে সিপিএমের তহবিলে ও কৃষক আন্দোলনে টাকা দেওয়ার কারণে বাতিল হয়ে গেল সিপিএম প্রভাবিত পোস্টাল ইউনিয়নের স্বীকৃতিই। সারা দেশে সিপিএম ও বাম প্রভাবিত এই ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যাই সরকেকে বেশি, প্রায় এক লক্ষ। ইউনিয়ন সদস্যদের থেকে টাকা তুলে এভাবে কোনও রাজনৈতিক দলের আন্দোলনে বা সরাসরি তহবিলে দেওয়া যায় না। পোস্টাল বিভাগের সিএসএস (আরএসএ) নিয়মেই এই বিষয় উল্লেখিত রয়েছে। সেই কারণে বৃধবার সন্ধ্যা কেন্দ্রের ডাক মন্ত্রকের ডাইরেক্টরেট থেকে এই ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। জানিয়ে দেওয়া হয়, ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ পোস্টাল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের কোনও স্বীকৃতি আর থাকবে না ওই ইউনিয়নের। ২০২১ সালে যে কৃষক আন্দোলন হয়, সেখানেই ৫০ হাজার টাকা ‘দান’ করে এনএফপি। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যাংকের লেনদেনেই স্পষ্ট যে ওই টাকা সিউ-র অ্যাকাউন্টে সরাসরি দেওয়া হয়েছে ইউনিয়নের অ্যাকাউন্ট থেকে। এছাড়াও সিপিএমের তহবিলে দেওয়া হয়েছে চার হাজার ৯৩৫ টাকা। গোটা বিষয়ে যোগাযোগ মন্ত্রকের ডাক বিভাগ থেকে কারণ দেখানোর সুযোগও দেওয়া হয়েছিল। ২৯ মার্চ সেই জবাব আসে। আর তারপর বৃধবার দিল্লির সংসদ মার্গের ডাক ভবন থেকে পাঠানো হয়, সিপিএস (আরএসএ) ফলস, ১৯৯৩ অনুযারে অল ইন্ডিয়া পোস্টাল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন গ্রুপ ‘সি’ ও এনএফপিই-র স্বীকৃতি বাতিল করা হল। চিঠি পাঠানো হয় এনএফপিই-র সেক্রেটারি জেনারেল ও এআইপিইউ গ্রুপ সি-র জেনারেল সেক্রেটারি জর্নাল মজুমদারকে। ওই সংগঠনের কোনও কর্তার প্রতিক্রিয়া এ ব্যাপারে না জানা গেলেও বিজেপির বিএমএস প্রভাবিত ভারতীয় পোস্টাল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কেলের সার্কেল সেক্রেটারি স্বর্ণেন্দু চক্রবর্তী তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান। স্বর্ণেন্দু বলেন, “প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া নাশোনা পন্থি প্রতিটিতে যারা সাদা দেননি, তাঁরাই কর্মচারীদের কষ্টার্জিত টাকা বিনা অনুমোদনে অন্যত্র টাকা দিয়েছেন। প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রের বিরোধিতা করার উপযুক্ত বিচার হয়েছে। এটা জাতীয়তাবাদের বিরোধিতাও বটে।” বিএমএস-এর ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা সারা দেশে প্রায় ৬০ হাজার বলে দাবি করা হয়।

অগ্নিমিত্রার বিরুদ্ধে একফাইআর খারিজ করার ইঙ্গিত বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : বিষ্ণুপুরের গোলমালের ঘটনায় অবশেষে স্বস্তি পেতে চলেছেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। বিধায়কের বিরুদ্ধে একাধিক একফাইআর করা হয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানায়। আগামী শুনানিতে সেই একফাইআর খারিজ করার ইঙ্গিত দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মাস্তা। বৃহস্পতিবার তাঁর এজলাসে স্বস্তির আশ্বাস মিলেছে। এই একফাইআর গুলির কোনও অর্থ নেই বলেই মন্তব্য করেছেন বিচারপতি। তার পর্বেক্ষণ, কোনও গোষ্ঠী বা দল নয়, এইসব গোলমাল তৈরি করার পিছনে ব্যক্তিগত স্বার্থ কাজ করে কিছু মানুষের। আর তাঁদের স্বার্থে বারে বারে পুলিশকে ব্যবহার করা হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরে সব ধর্মের মানুষ মিলেমিশে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আয়োজন করেছিলেন, সেই উদাহরণ এদিন তুলে ধরেন বিচারপতি। তাঁর বক্তব্য, ‘এটাই আমাদের দেশ। এটাই গর্ব আমাদের। সেখানে বিষ্ণুপুরের মতো কিছু ঘটনা পিছন থেকে ঘটানো হয় ব্যক্তিগার্থে।’ ১৫ মে এই মামলার পরবর্তী শুনানি। ডায়মন্ড হারবারের বিষ্ণুপুরে ৩০ মার্চ থেকে কয়েকদিন ধরে গোলমাল চলেছিল। এরপর বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধে থানায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখানোর অভিযোগ ওঠে। এরপরই মোট চারটি একফাইআর হয় বিধায়ক অগ্নিমিত্রার বিরুদ্ধে। এই নিয়ে নতুন করে অশান্তি যাতে না হয়, তা নিশ্চিত করার কথা বলেছেন বিচারপতি। আগামী শুনানিতে সব একফাইআর খারিজ করে দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন বিচারপতি।

হাইলাকান্দিতে আখার কার্ড আপডেট ভ্যানের যাত্রা শুরু

অসম, ২৭ এপ্রিল : আখার কার্ড আপডেটের জন্য হাইলাকান্দিতে ইউনিক অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার প্রচার গাড়ি ভেনের যাত্রা শুরু হয়েছে। ডিসি অফিস প্রাপ্তসে জেলা শাসক নির্মল হিবেরে পতাকা নেড়ে এই প্রচার গাড়িটির যাত্রা শুরু করেন। এই প্রচার গাড়িটি জেলার সব জিপি এলাকা প্রক্ৰিমা করবে। ডেনটির প্রচার যাত্রার সমর্থন স্বানীয় ভাষায় আখার আপডেট করার প্রচার পত্র বিলি করবে জেলা জুড়ে। উল্লেখ্য জেলায় যাত্রার আখার কার্ড রয়েছে তারা ঠিকানার প্রমাণ ও পরিচয়ের প্রমাণ আপডেট করতে পারবেন। এক্ষেত্রে কারো যদি মোবাইল নম্বর বদল আঙ্গুলের ছাপ নাম ঠিকানা ইত্যাদিতে কোন ত্রুটি থাকে তাহলে তা-ও আপডেট করা যাবে। এদিকে জেলা প্রশাসন থেকে প্রচারিত এক আবেদনে যাদের আখার কার্ড রয়েছে তাদেরকে প্রয়োজনে এই আপডেটের সুযোগ নিতে বলা হয়েছে।



আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বাতাঁ

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৪৭ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৪ বৈশাখ ১৪৩০

শিল্পপতিরা ব্যবহার করছে সরকারকে!

সরকার নাগরিকদের পাশে সব সময়ে থাকে। সরকারের কাজ হচ্ছে নাগরিকদের সুবিধা এবং অসুবিধা দেখা। ভারতে রাজতন্ত্র নেই। রয়েছে গণতন্ত্র। সেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় দেশের জনগণ ভোট দিয়ে সরকার নির্বাচন করে থাকে। লোকসভায়

সম্পাদকীয় ১

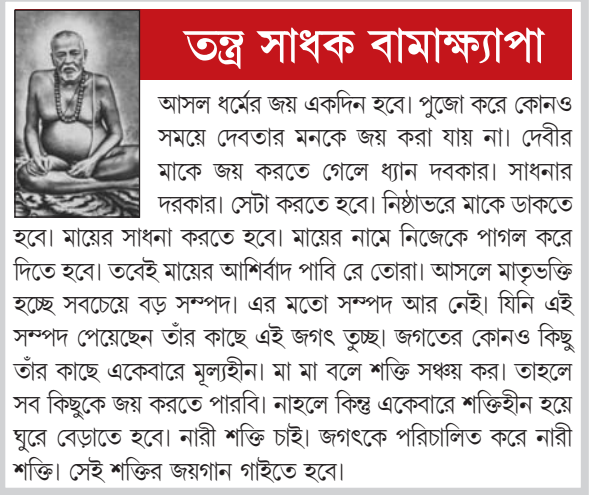
দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা দেওয়া। সেটা রাজনৈতিক, আর্থিক এবং সামাজিক দিক দিয়ে হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার এখন দেশের নাগরিকদের সঙ্গে ব্যবসা করার মানসিকতা নিয়ে চলছে। সেবা করার মানসিকতা এখন আর নেই বলতে গেলে চলে। যাটের দশক থেকে শুরু করে সত্তরের দশক পর্যন্ত সবাই দেখতে পেয়েছে যে সরকার চলেছে জনগণের উপরে ভিত্তি করে। এখন সরকার চলেছে শিল্পপতিদের ওপরে ভরসা করে। শিল্পপতিরা প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর সময়ে এতো বাড়বোত্ত্ব হয়নি। তারা সেই সময়ে সরকারকে ভয় পেতো। সরকার যদিও শিল্পপতিদের ব্যবসায় কোনও ক্ষতি হয় এই রকম কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। কিন্তু আজকের সরকার শিল্পপতিদের কাছে নিজেদের আত্মসমর্পণ করে দিয়েছে। ফলে শিল্পপতিরা এখন সরকারকে ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে। দেশের আর্থিক উন্নয়ন নেই। সরকার এখন কোনও উন্নয়নের চিত্র রেখা তুলে ধরতে পারছে না। ফলে ভারতের সরকারি কোষাগারের অবস্থা খুবই খারাপ। বাধ্য হয়ে সরকার এখন শিল্পপতিদের কাছে দ্বরাহা। শিল্পপতিরা সরকারকে সব রকমের সহযোগিতা করতে আশ্রাস দিয়েছে। পরিবর্তে সরকারকে তাদের কথাকে মেনে চলতে হবে। আজকে হঠাৎ করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। ইন্টারনেট এখন খুবই প্রয়োজনীয়। ব্যবসা ক্ষেত্র ছাড়া পারিবারিক সংযোগ রাখতে গেলে ইন্টারনেটে প্রয়োজন রয়েছে। এয়ারটেল, ভোডাফোন সব মোবাইল সংযোগ কোম্পানিগুলো হঠাৎ করে প্রায় দেড়শো টাকার মতো দাম বৃদ্ধি করে দিয়েছে। ফলে এখন কোন মোবাইলে নেট সংযোগ করতে গেলে প্রায় দেড়শো থেকে তিনশো টাকার মতো পড়ে যাচ্ছে। এটা কিন্তু হওয়ার কথা ছিল না। বিজেপি সরকার কেন্দ্র বসার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে গরিবদের আছে সরকার আসবে। কোনও চিন্তা করতে হবে না। একেবারে রাম রাজত্ব। কিন্তু রাম এখন তো মন্দিরে। রাম রাজত্ব বলে কোনও কিছু হয় না। এখন থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করতে হবে বাজার দর অনুযায়ী। বাজারে যে দর চালু থাকবে সেই দর দিয়ে ক্রয় করতে হবে। ভর্তুকি প্রায় বসকার তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আসলে শিল্পপতিদের তোয়াজ করার রীতি চালু হয়ে গিয়েছে। শিল্পপতিরা এর পুরো সুযোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে, মোটা কর্তো ভয় পেতো পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সময়ে। এমনকী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সময়েও। সেটা এখন অনায়াসে করে ফেলছে শিল্পপতিরা। তারা সরকারকে ভয় পায় না। সরকার উল্টে তাদেরকে এখন ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে। আজকে এলআইসির শেয়ার শেয়ার বাজারে দেওয়া হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে সরকার। শেয়ার বাজারে টাকা রাখলে কার লাভ সেটা বোঝার মতো ক্ষমতা নিশ্চয় জনগণের হয়েছে। কিন্তু সরকারকে ভোট দিয়ে নিয়ে এসেছে জনগণ। ফলে আগামী পাঁচ বছর ধরে এই রকম যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে জনগণকে।

বিশ্ব পরিবেশ ক্রমশ বিষাক্ত হচ্ছে

মহাকাশ স্টেশনে তাদের গবেষণা শেষ হয়েছে। পরবর্তী গবেষণার কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। করোনোভাইরাসটা পরিবেশের জন্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে সর্বত্র। এর মূল কারণ হল বায়ু দূষণ। বায়ু দূষণ

সম্পাদকীয় ২

মধ্যে দিয়ে। বায়ু দূষণ এখনই কমিয়ে ফেলতে হবে। আবহাওয়াকে পরিষ্কার করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে কার্বন উৎপাদন কমানো। কলকারখানা বেশিক্ষণ চালু রাখা যাবে না। রাস্তায় যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আকাশ পথে বিমান চলালে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ক্ষেপনাস্ত্র পরমানু বোমা পরীক্ষা করা বন্ধ করতে হবে। সমতল ভূমিকে উর্বর করতে হবে। সবুজের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। সবুজ একেবারে ধ্বংস করা যাবে না। এর জন্য যত্রতত্র সভ্যতার বিস্তার করা চলবে না। সভ্যতা বিস্তারের ওপরে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মানুষের কোনও কিছু লাভ করাটাকে কমাতে হবে। পৃথিবীকে রক্ষা করার স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা ব্যবসায়িক স্বার্থকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কার্বনডাইঅক্সাইডের মাত্রা যাতে বেশি না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন রয়েছে। রপ্তানুগ্ন এবং ইউনেস্কো থেকে বলা হয়েছে তারা প্রতিটি রপ্তনুকে চলার নিয়ম বেষে দেবে। সেই নিয়ম ধরে চলতে হবে। নাহলে সেই দেশের সঙ্গে পৃথিবীর সব দেশে বয়কট করতে শুরু করবে। তার সঙ্গে কোনও সংযোগ রাখবে না অন্য রপ্তনুগুলো। আসলে এখনো বাড়তি রক্ষা পাওয়ার ব্যাপার নয়। সারা পৃথিবীটাকে রক্ষা করার ব্যাপার। ফলে সবাইকে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। দেখতে হবে আগামী দিনে এই পৃথিবীটা কীভাবে রক্ষা পেতে পারে। তার ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে এখন থেকে। না হলে একটি সময়ে দেখতে পাওয়া যাবে যে মহাকাশে এই পৃথিবীটা একেবারে ধ্বংস হয়ে বিলীন হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর প্রলয় থেকে রক্ষা করতে হবে। নাহলে দ্রুত যে কোনও সময়ে ধ্বংসের প্রলয় পৃথিবীকে গ্রাস করে নিতে পারে।



আসল ধর্মের জয় একদিন হবে। পূজা করে কোনও সময়ে দেবতার মনকে জয় করা যায় না। দেবীর মাকে জয় করতে গেলে ধ্যান দবকাবা। সাধনার দরকার। সেটা করতে হবে। নিষ্ঠাভরে মাকে ডাকতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। মায়ের নামে নিজেকে পাগল করে দিতে হবে। তবেই মায়ের আশীর্বাদ পাবি রে তোরা। আসলে মাতৃতত্ত্ব হচ্ছে সবচেয়ে বড় সম্পদ। এর মতো সম্পদ আর নেই। যিনি এই সম্পদ পেয়েছেন তাঁর কাছে এই জগৎ তুচ্ছ। জগতেরে কোনও কিছু তাঁর কাছে একেবারে মূল্যহীন। মা মা বলে শক্তি সম্বল্য করা। তাহলে সব কিছুকে জয় করতে পারবি। নাহলে কিন্তু একেবারে শক্তিহীন হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। নারী শক্তি চাই। জগৎকে পরিচালিত করে নারী শক্তি। সেই শক্তির জয়গান গাইতে হবে।

রাজবন্দিদের কাছে পরাস্ত হয়ে ব্রিটিশরা বন্ধ করল সেলুলার জেল

রবীন্দ্র কুমার শীল

কাছে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করছিলেন সেই ব্যারি সাহেবের সব অহংকার একেবারে ধুলায় মিশিয়ে দিল আন্দামানের সেলুলার জেলের রাজবন্দিরা। অনশন, ধর্মঘট এবং ক্রমাগত আন্দোলন করে নাজেহাল করে দিল আন্দামান জেলের কর্তৃপক্ষকে। এদিকে আন্দামানে বন্দিদের অনশন এবং ধর্মঘট হওয়ার খবর চাপা থাকলো না। তা ক্রমশ প্রকাশ পেতে শুরু করলো বাংলার তথা ভারতের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। তার ফলে ব্রিটিশ সরকার নড়েচড়ে বসল। জেলার ব্যারি নিজেকে সেখানকার ভগবান বলে মনে করতেন। তিনি এখন শুধু মাত্র প্রত্নরথও হয়ে গেলেন। বন্দিদের ওপরে আর চোখ রাখতে পারলেন না। এই অবস্থায় ব্যারী সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সেলুলার জেল থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। তারপরে তিনি ভারতেই পরলোকগমন করেন। আর একজন অত্যাচারী ‘ছোট ব্যারী’ নামে পরিচিত কুখ্যাত মিরজা খান ছিলেন। তিনি আবার ব্যারীর এক কাচি ওপরে যেতেন। তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে সাহেব ব্যারী বিপ্লবীদের ওপরে বেশি করে অত্যাচার করার আদেশ দিতেন। তিনি প্যারালিসিসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। জেলার ব্যারি এবং মিরজা খান না থাকার ফল জেল কর্তৃপক্ষ বিপ্লবীদের ওপরে ভালো ব্যবহার করতে শুরু করে দিল। তারা রাজনৈতিক বন্দিদের সঙ্গে আর কোনও ঝামেলা কমানতে চাইল না।

এখন বন্দিরা জেলের মধ্যে হাফ্ফা কাজ পেতে থাকলো। ঘানি টানা মতো কটিন কাজ আর দেওয়া হল না। নারকেল দড়ি তৈরি করতে কোনও বিপ্লবীদের দেওয়া হল না। এখন বন্দিরা বই বাঁধাইয়ের কাজ এবং প্রিন্টিং প্রেসের কাজ করতে থাকলো। ছুটির দিন গ্রন্থাগারে বই পড়তে শুরু করলো বিপ্লবীরা। খবরের কাগজ পড়তে দেওয়া হল। বন্দিরা নিজেদের

মধ্যে আলোচনা করার সুযোগ পেল।

১৯১৮ সালে কলকাতার মর্ডান রিভিযু সংবাদপত্রে সেলুলার জেলের রাজবন্দিদের দুর্দশা নিয়ে একটি চিঠি প্রকাশ করে। ভারতের সব স্বাধীনতাকামী মানুষেরা ক্ষোভে ফেটে পড়ল। তারপরে বিভিন্ন সংবাদপত্রে সেলুলার জেলের সংবাদ প্রকাশ পেতে শুরু করে দিল। জেল কর্তৃপক্ষ একেবারে ঘাবড়ে গেল। তারা রাজবন্দিদের শাস্ত হতে অনুরোধ করতে থাকলো। এদিকে সরকারের কানে



গিয়ে সংবাদ পৌঁছাল। সরকার নড়েচড়ে সল। ২৫ জুলাই স্যার আলেকজান্ডার কারভিউয়ের নেতৃত্বে “Indian Jails Committee” (১৯১২-২০) এল আন্দামান জেল পরিদর্শন করতে। এই কমিটির কাছে রাজবন্দিরা তাদের ক্ষোভের কথা বিস্তারিতভাবে বলতে শুরু করে দিল। এবং একটি রাজবন্দিদের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপিও জমা দিল।

এদিকে বারতবর্ষের বিভিন্ন দিক থেকে রাজবন্দিদের ফিরিয়ে আনার দাবি জোরালো হতে থাকে। যেভাবে রাজবন্দিদের ওপরে অত্যাচার নিয়ে সব খবর ফাঁস হয়ে গিয়েছিল সংবাদপত্রে তাতে আর ব্রিটিশ সরকারের মুখ দেখানোর কোনও উপায় ছিল না। মুখ ঢাকা দিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছিল ব্রিটিশ প্রশাসকেরা। তখন কলকাতার সাংবাদিকেরা ব্রিটিশ কর্তাদের কাছে পেলেই আন্দামান সেলুলার জেল নিয়ে

কমিটি গঠন করে সেলুলার জেলে কী হয়েছিল তার তদন্ত করতে শুরু করে। ইতিমধ্যে রাউলট আক্ট প্রত্যাহার হওয়ার পরই ডিসেম্বর ১৯১৯ সালে আন্দামান সেলুলার জেল বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইংল্যান্ডের রাজা মর্টেণ্ডর সাহায্য নিয়ে ‘রাজকীয় ক্ষমা’ (Royal Amnesty)-র কথা ঘোষণা করা হল। সেই সময়েকার ভাইসরয় চেমসফোর্ডের আপত্তি সত্ত্বেও মর্টেণ্ডর ব্যবস্থায় রাজবন্দিদের কারাগার মুক্তির বিষয়টা



ভারত সরকার মেনে নিল। ভারতের বিভিন্ন জেল থেকে রাজবন্দিরা মুক্তি পেলেন। সরকার নির্দেশ এসে পৌঁছাল আন্দামানের সেলুলার জেলে। প্রথমেই মুক্তি পেল পাঞ্জাব এবং গুজরাতের রাজবন্দিরা। এরপর বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে জড়ির রাজবন্দিরা মুক্তি পেতে থাকলো। মানিকতলা, লাহোর এবং বারানসী ষড়যন্ত্রের মামলায় অভিযুক্ত বন্দিরা ছাড়া

পেতে শুরু করলো। বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, ভাই পরমানন্দ সহ ১৫ জন মুক্তি পেলেন। বেশির ভাগ রাজবন্দিরা মুক্তি পেলেও সাভারকর ভাইরা সহ প্রায় ত্রিশজন মুক্তি পেলেন না। ১৯২১ সালে ১৯ মার্চ ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব কেন্দ্রীয় আইনসভায় ঘোষণা দিলেন আন্দামানে পেনাল সেটেলমেন্ট বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার ভবিষ্যতে আর কোনও রাজনৈতিক বন্দিদের সেখানে পাঠাবে না। সেই ঘোষণা মতো সাভারকর ভাই সহ বাকি রাজবন্দিরা যাঁরা এক সময়ে জাহাজে করে বর্বতার শিকার হতে আন্দামান সেলুলার জেলে প্রবেশ করেছিলেন সেই ‘এসএস মহারাজ’ জাহাজে করে কালাপানি থেকে ভারতভূমিতে পদার্পণ করলেন। সব রাজবন্দিরা আন্দামান সেলুলার জেল থেকে ফিরে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই মুক্তি পেলেন এবং বহু বন্দিরা ভারতের বিভিন্ন জেলে স্থান পেয়ে কারাদণ্ড ভোগ করতে শুরু করেছিলেন। আঃদালমান সেলুলার জেল বিপ্লবী রাজবন্দিদের জন্য ওই মুহূর্তে তার লৌকপাট বন্ধ করে দিল। এটা সম্ভব হয়েছিল রাজবন্দিদের অনশন এবং ধর্মঘট করার ফলে। জেল কর্তৃপক্ষের বিপক্ষে ক্রমাগত এক্যবদ্ধ আন্দোলন এর ফলে ব্রিটিশ সরকার সেলুলার জেল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হল। সেই সময়ে সেলুলার জেলের রাজবন্দির অত্যাচারকে অমানবিক এবং পাশবিক বলে আখ্যা দিতে শুরু করে দিয়েছিল সংবাদপত্রগুলি। রাজবন্দিদের ওপরে আমেরিকার ক্রীতদাসের মতো অত্যাচার এবং আচরণ করতে শুরু করে দিয়েছিল সুসভ্য ব্রিটিশ শাসকেরা বলে মন্তব্য করতে শুরু করে সংবাদপত্রগুলি। সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় বড় করে খবর প্রকাশ হতে শুরু করে। তার ফলে ব্রিটিশ সিংহাসন টলমল হতে থাকে।

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ফের ধর্ষণ মামলা

বিশেষ প্রতিনিধি

আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রেহাই পাচ্ছেন না। তিনি ফৌজদারি মামলায় একদিকে যেমন অভিযুক্ত হয়েছেন পাশাপাশি তিনি এবারে ধর্ষন মামলায় আবার অভিযুক্ত হলেন। অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে যে একজন বিশিষ্ট মহিলা প্রাবন্ধিককে ট্রাম্প ধর্ষন করেছিলেন। পরে তাঁকে অবমাননাকর মন্তব্যও করেন। নষ্ট করে দিয়েছিলেন সেই প্রাবন্ধিকের জীবন। আদালতে এই রকম একটি মামলা উঠে এলো আমেরিকার দেশবাসীদের কাছে। ট্রাম্প সমর্থকেরা এতে একেবারে মুগ্ধে পড়েছেন। সেই বিশাল জনসমর্থন আর থাকছে না ট্রাম্পের। আগামী ২০২৪ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের জন্য লড়াই করতে চান ট্রাম্প। কিন্তু একের পর এক মামলা তাঁর বিরুদ্ধে হতে শুরু করে দিয়েছে। সুস্থ দেশবাসীরা কিন্তু ট্রাম্পকে আর চাইছে না। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে ট্রাম্প জামানা আমাদের আর দরকার নেই। এদিকে ট্রাম্প বলতে শুরু করে দিয়েছে যে এই সব ডেমোক্রেটসদের চক্রান্ত। তারা চাইছে না আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হই। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ধর্ষনের অভিযোগ তুলেছেন প্রাবন্ধিক ই জিন ক্যারল। বর্তমানে তাঁর বয়স ৭৯। প্রাবন্ধিক ক্যারল দাবি করেছেন যে নব্বই দশকের মাঝামাঝি ম্যানহাটনের কিম্ফথ এভিনিউ এর একটি বিলাস বহুল ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে তাঁকে যৌন নির্যাতন করেছিলেন ট্রাম্প। তিনি অভিযোগ করেছেন যে ট্রাম্প মহিলাদের অন্তর্বাস উপহার দেওয়ার বিয়ে পরামর্শ চাওয়ার নাম করে একটি পোশাক পরিবর্তন কক্ষে তাঁকে ডেকে নিয়ে যান এবংসেখানে তাঁকে ট্রাম্প ধর্ষন করেন। আদালতে শুনানি চলার সময়ে প্রাবন্ধিক ক্যারল উপস্থিত ছিলেন। ২০১৯ সালে নিউ ইয়র্কের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে প্রথম মুখ খুলেছিলেন ক্যারল। তখন ট্রাম্প দাবি করেছিলেন ক্যারল মিথ্যা কথা বলছেন। তিনি আরও বলেছিলেন ক্যারলের সঙ্গে তাঁর কোনও দিনই দেখা হয়নি। এর পরেই ক্যারল ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মানাহনির মামলা করেছিলেন। নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে

গিয়েছিল বলে তিনি তখন ধর্ষনের মামলা করতে পারেননি। কিন্তু গত বছর নিউ ইয়র্কে নতুন আইন কার্যকর হলে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ধর্ষনের মামলা করেন ক্যারল। এদিকে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আর একটি ধর্ষনের মামলা চলছে। তার সাজাও ট্রাম্পকে কী হতে পারে

তা বলে দিয়েছে আদালত। আদালতে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনিই হচ্ছেন দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট যিনি আদালত দ্বারা অভিযুক্ত হলেন। এর আগে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিকসন আদালত দ্বারা ইমপিচমেন্ট হয়ে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই মামলা চূড়ান্ত রায় এখনও প্রকাশ হয়নি। ওয়াল স্ট্রিটের জার্নালের রিপোর্টের দাবি করা হয়েছিল পর্ন তারকা স্টেফানি গ্রেগারি ক্লিফোর্ড (স্টর্মি ড্যানিয়েল) এর সঙ্গে ২০০৬ সালে যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন ট্রাম্প। ২০১৬ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে জনা ট্রাম্প নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। ঠিক তার আগেই তাঁর আইনজীবী মাইকেল কোহেনে প্রচুর টাকা ঘুষ দিয়ে স্টর্মি ড্যানিয়েলকে বলেছিলেন সে যেন মুখ না খোলো। তার পরেই দেখতে পাওয়া গিয়েছিল বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ট্রাম্প হোয়াইট হাউস দখল করছেন। ঠিক তার পরেই এই অভিযোগ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করলে আমেরিকাতে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। ট্রাম্পের আইনজীবী কোহেনে অবশ্য বলেছিলেন যে আমি আমার ব্যক্তিগত আকর্ডন্ট থেকে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা দিয়েছিলাম। কিন্তু কি কারণে সে টাকা দেওয়া হয়েছিল সে ব্যাপারে তিনি প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি স্টর্মি। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলা এবং হুমকির অভিযোগ তুলে মামলা হয়েছিল। পরে অবশ্য সেই



তথ্য থেকে প্রমাণ মেলে যে আইনজীবী কোহেনে সত্যিকার করেই এই টাকা স্টর্মিকে দিয়েছিলেন। এই আইনজীবী পরে রাজসাক্ষী হয়ে গিয়ে স্বীকার করেছিলেন যে ট্রাম্পের নির্দেশে স্টর্মির মুখ বন্ধ করতে এই টাকা দেওয়া হয়েছিল। নির্বাচনী অর্থ অনৈতিকভাবে ব্যবহার করার অভিযোগ কোহেনের ২০১৮ সালে তিন বছরের কারাদণ্ড এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা হয়। ২০১৯ সালে মার্কিন সংসদীর নিম্ন কক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তথ্য গোপন করা, হুমকি দেওয়া থেকে শুরু করে ঘুষ দেওয়ার ব্যাপারে তদন্ত শুরু করে। ম্যানহাটান ডিস্ট্রিক

অ্যাটর্নি এজলাসে সেই অভিযোগে স্বপক্ষে তথ্য জমা পড়তে শুরু করলে শুরু হয় ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়। এই মামলাতেই দোষী রূপে চিহ্নিত হয়েছেন তিনি। এই মামলার রায় বের হতেই ট্রাম্প একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে তোপ দাগতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি প্রচার করতে শুরু করেছেন যে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করতেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। বিচারকের সমানে ট্রাম্পকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। তারপরে বিচারককে উদ্দেশ্য করে টুইট করেছেন ট্রাম্প। সেখানে তিনি লিখেছেন এই বিচারক আমাকে ঘৃনা করে। আদালতে এড়িয়ে যেতে পারবেন না ট্রাম্প এখন। তাঁকে অতি অবশ্য আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে। সেখানে তাঁর ছবি এবং হাতের

ছাপ নেওয়া হবে। তবে দোষী অপরাধীদের মতো প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে হাতকড়া পরানো হবে না। তবে তাঁকে ঘিরে থাকবে সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা। ট্রাম্প আদালতে উপস্থিত থাকলে তাঁকে জানানো হবে কী কী অপরাধে তিনি দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছেন এবং কী সাজা তাঁর হতে পারে। তবে পর্যবেক্ষকেরা মনে করছেন ট্রাম্পকে আত্মসমর্পন করতে গেলে দেওয়া হতে পারে। প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের কারাগারও হতে পারে। যদি তা না হয় তাহলে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা এবং দেশ ছাড়ার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জরি হতে পারে। তবে তাঁর বড় মেয়ে ইভান্কা ট্রাম্প অবশ্য এই মামলার ব্যাপারে একবারও মুখ খোলেননি। তিনি চুপ করে ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি বলতে শুরু করেছেন যে তাঁর পিতার পাশে আছেন। দুঃসময়ে পিতার পাশে থাকটা খুব জরুরী। এই সময়ে যেসব সমর্থকেরা পিতা ট্রাম্পের পাশে রয়েছেন তাদেরকে তিনি ধন্যবাদ দেন। ট্রাম্প ভূত দেখতে শুরু করে দিয়েছেন আমেরিকার জনগণ। ট্রাম্প এখন ডিজিটাল প্রচার করে নিজেকে জনগণের সমানে উপস্থিত করতে শুরু করেছেন। তাঁর ‘আমেরিকা ফর আমেরিকান’ স্লোগান খুবই জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে। তার ফলে আমেরিকার অভিবাসীদের মধ্যে আবার নতুন করে আতঙ্ক শুরু হয়ে গিয়েছে। ট্রাম্পের শাসন কালেই জর্জ ফ্লয়েডকে রাস্তায় ফেলে হাঁট দিয়ে গলা টিপে হত্যা করে ছিল একজন পুলিশ আধিকারিক। তার ফলে আমেরিকা থেকে শুরু হয়েছিল গ্ল্যাক লাভার্স আন্দোলন। সেই অভিযোগে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়ানোর আগে ক্যারেন ম্যাকডুগাল নামে একজন মডেলকে ট্রাম্প দেড় লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়েছিল তারের সম্পর্কে কথা যেন জানানাজনি না হয়। এই মডেল প্রাণ্ডবয়স্কদের পত্রিকা ‘প্লেবয়’ নিজের সুসজ্জিত মডেল ছবি প্রকাশ করার কাজে লিপ্ত ছিলেন।

হেরিটেজ পাথুরিয়া ঘাটার মল্লিক পরিবার

পাথুরিয়া ঘাটা একসময়ে ধনী বাঙালিদের আবাস ছিল। সেখানে কিছু সোনার বণিক সম্প্রদায় পরিবার ছিল যারা সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায় ভুক্ত। পাথুরিয়া ঘাটা মল্লিক বাড়িটি আজও বাংলার ঐতিহ্যকে বহণ করে চলেছে। প্রবেশ পথের দরজাটি কাস্ট আয়রনের তৈরি। এখন সেখানে রয়েছে গাসের ল্যাম্প পোস্ট যা অতীতকে স্মরণ করায়। এখানে রয়েছে ঠাকুর দালান। সেখানে ঠাকুর মন্ডে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সিংহ বাহিনী দেবী মূর্তি। এখানে একটি আয়রন বুক রয়েছে যা ইংল্যান্ড থেকে আনা হয়েছিল ১৮৮৮ সালে। পাঠান শাসন কালে সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলার সোনার খনিগুলোর উৎস আবিষ্কার

করেছিলেন। এ ব্যাপারে যাঁরা তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন সেই সব পরিবারকে মলিকস উপাধি দান করেন। তারপর থেকে মল্লিক উপাধিতে নিজেদের চূষিত করতে শুরু করে কলকাতার মল্লিকেরা। রাজারাম মল্লিক কলকাতায় চলে এসেছিলেন। কলকাতায় এসে পাথুরিয়া ঘাটাতে বসবাস করতে শুরু করেন। রাজারামের দাদা বৈদ্যনাথ দে মল্লিক তাঁদের বাড়িতে প্রথম সিংহ বাহিনী দেবতা মূর্তি



প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবতার প্রায় ১৫০০ বছরের ইতিহাস রয়েছে। শোনা যায় রাজা মান সিং এই দেবতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মুঘলদের হাত থেকে দেবতাকে রক্ষা করতে একজন পুরোহিত চট্টগ্রামে দেবতাকে নিয়ে পালিয়ে যান। রাজা রাম মল্লিকের পুত্র দর্পনায়াধণ মল্লিক ১৬৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৭০৬ সালে কলকাতায় এসেছিলেন। ১৭১৩ সালে তাঁর পুত্র নয়ন চাঁদ

মল্লিকের জন্ম হয়। নয়ন চাঁদের পুত্র নিমাই চরণ ১৮৩৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। নিমাই চরণ একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সংকটের সময় ইংরেজ সরকারকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতেন। ফলে ইংরেজ সরকার তাকে বেশি মান্যতা দিত। মল্লিক বাড়িটি তৈরি করেছিলেন ম্যাকিনটস বার্ন কোম্পানি। এখনও এই বাড়িটে নাচঘরে বেলজিয়াম কাচের ঝাড়বাতি দেখতে পাওয়া যায়। ঠাকুর দালানের বাতি স্তম্ভ গুলো কাস্ট লোহা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। কলকাতায় যতগুলো বৈদ্যে পরিবারের বাড়ি রয়েছে তার মধ্যে মল্লিকদের বাড়িটি বেশ প্রাচীন এবং ঐতিহ্যময়। এই বাড়িতে এসেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব।

টলি-বলির টুকরো খবর

অগরাধবোধে ভোগেন আলিয়া, মনোবিদের দ্বারস্থ নারিকা...

মাত্র ২৯ বছর বয়সেই মা হয়েছেন আলিয়া। কেরিয়ারের শীর্ষে থাকাকালীন নারিকার মা হওয়ার সিদ্ধান্তে চমকে গিয়েছেন অনেকেই। তবে সন্তান এবং সংসারের পাশাপাশি নিজের কেরিয়ারও সমান ভাবে সামলাচ্ছেন তিনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাঝেমধ্যেই অপরোধবোধ ঘিরে ধরলে তাকে! রাহার জন্মের পর থেকে এখনও সোম্যাল মিডিয়ায় তার কোনও ছবি প্রকাশ্যে আনেননি রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভট্টা। লোকচক্ষুর আড়ালেই মেয়েকে বড় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারকা দম্পতি। কিন্তু রাহাকে সামলানোর পাশাপাশি পেশাদার কমিটমেন্টগুলো পূরণের ভাবনা অনেক সময়ই উদ্ভিগ্ন করে তুললে আলিয়াকে। এর জন্য নিয়মিত থেরাপিও নিচ্ছেন তিনি।
নিজেই একটি সাক্ষাৎকারে একথা জানালেন আলিয়া। পাশাপাশি অভিনেত্রী জানান, মানুষজন তাঁর সম্পর্কে কী ভাবে, এই নিয়ে সবসময়ই চিন্তাভাবনা করেন তিনি। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে পাপারাজিদের ছবি তোলা থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বললেন আলিয়া। তিনি বললেন, “আমার মধ্যে এখনও একটা অপরোধবোধ কাজ করে। আমি অনেক সময়ই চিন্তিত হয়ে পড়ি যে আমি কি ঠিক করছি আমার সন্তানের সঙ্গে কিংবা আমার কাজটা ঠিকভাবে করতে পারছি কী? মেয়েদের উপর বিরাট চাপ থাকেখানে পুরনো যে ধারণা রয়েছে সেই সময়টা কোনও নতুন মাকে দেওয়া, তাদেরকে ছেঁটো ফেলা উচিত নয়।”

আলিয়া আরও বললেন, “আমি আর রণবীর এই বিষয়ে ভীষণ পরিস্কার যে আমরা কবে রাহার মুখ প্রকাশ্যে আনবো। ইচ্ছাকৃতভাবেই ওকে লাইমলাইট থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি আমরা। রাহা এখন ভীষণ ছোট, ছবি দেওয়া তো দূরের কথা, ওর বিষয়ে বেশি কথা প্রকাশ্যে বলতেও রাজি নই আমরা।” ছোট্ট রাহার মা আরও জানালেন, “আমি সর্বপা ভাবি লোকে আমাকে নিয়ে কী বলেছে! তারা কি সত্যি ভাবে যে আমি দুটো ভালোভাবে ম্যানেজ করতে পারছি নাকি শুধু আমাকে খুশি করতেই বলছে যে আমি দুদিক সামলাতে পারছি। হয়তো আমি নিজেকে জাজ করতে চাইছি না, তা সত্ত্বেও নিজের এই আত্মসমালোচনাগুলো করতে বাধ্য।” আলিয়া একথাও জানান যে নিজের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে খুবই সচেতন তিনি। তাই নিজের এইসব ভয় এবং চিন্তা নিয়ে প্রতি সপ্তাহে মনোবিদের কাছে হাজির হন তিনি।

রাহার জন্মের পর আলিয়া বুঝতে পেরেছেন যে একদিনে এই বিষয়গুলো বুঝে ওঠা অসম্ভব। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এইসব বিষয়ে উপলব্ধি বাডবে তারা। প্রতিদিন নিজেকে ভাঙতে হবে, সেই টুকরোগুলো জুড়ে একটি নতুন সন্মাকে গড়তে হবে। এটাই মাতৃস্বের একটা বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন আলিয়া। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের এপ্রিলে রণবীরের সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়েন আলিয়া। সেই বছরেরই নভেম্বরের শুরুতে তাদের জীবনে আসে ছোট্ট রাহা। আলিয়াকে শেষ দেখা গিয়েছে সুপারহিট ছবি ‘ব্রহ্মাস্ত্র’ পাট ১ঃ শিবা’তে। এবার হলিউডে ডেবিউ করছেন আলিয়া। শীঘ্রই মুক্তি পাবে তাঁর সেই ছবি ‘হাট অফ স্টোন’। অপরদিকে বলিউডে আলিয়ার আগামী ছবি রিলিজ ‘রকি অউর রানি কি প্রেম কাহিনি’।

টলিউডের অন্যতম পছন্দের ডেস্টিনেশন লন্ডন। সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু ছবির শ্যুটিং



হয়েছে লন্ডনে। শ্রাবস্তীও একাধিক ছবির শ্যুটিং করেছেন লন্ডনে। এবার ফের তিনি পাড়ি দিতে চলেছেন ইংল্যান্ডের এই শহরে। সেখানে নয়া বিপাকে ‘অভিনেত্রী। একটি শিশু অপরহরণ মামলায় নাম জড়িয়েছে তাঁরা। তবে তিনি একা নন, তাঁর সঙ্গী জিতু কমলা। তবে এই ঘটনা বাস্তবে ঘটেনি, সবটাই অংশুমান প্রত্নায়ের আগামী ছবি ‘বারুসোনা’-র চিত্রনাট্য।

প্রথমবার অ্যাকশন কমেডি মুভিতে জুটি বাঁধছেন অভিনেতা জিতু কমল ও অভিনেত্রী শ্রাবস্তী

চট্টোপাধ্যায়। ছবির নাম বারুসোনা। আদ্যাপান্ত কমেডির সঙ্গে ছবিতে রয়েছে অ্যাকশনও। ছবিটি পরিচালনা করবেন পরিচালক অংশুমান প্রত্নায়। প্রযোজক অশোক ধানুকা ও হিমাংশু ধানুকার প্রযোজনাতে এসকে মুভিস এর ব্যানারে তৈরি হচ্ছে বারুসোনা। ছবির প্রধান চরিত্র বাবু আসলে

একজন কিডন্যাপার। নিজের কুকীর্তি ধামা চাপা দিতে সে একটি আইটি কোম্পানি চালায়। বাবুর চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেতা জিতু কমল। অন্যদিকে সোনা নামের একটি চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেত্রী শ্রাবস্তী চট্টোপাধ্যায়। সোনা পেশায় চোর, কিন্তু নিজের পরিচয় দেন একজন পুলিশ হিসাবে। ছবির গল্প যত এগোতে

থাকে এই দুটি মানুষের জীবনে আসতে থাকে নানা মোড়। একের পর এক টুইস্ট আ্যন্ত টার্নে ছবির গল্প পৌঁছায় ক্লইম্যাক্সে। একটা সময় লন্ডন শহরে একটি শিশু অপহরন ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন বাবু ও সোনা দুজনেই। সেই ঘটনার দৌলতে তাদের জীবনে আসে বেশ কিছু পরিবর্তন। এই যাত্রাপথেই একে অপরকে ভালোবেসে ফেলেন তারা। জীবন অন্য মোড় নেয় দুজনের। ছবিতে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনেত্রী প্যানেল সরকার, আলেকজান্দ্রা টেলর, সাথ্রিক চট্টোপাধ্যায়, বিলাস দে, অত্রি ভট্টাচার্য্য ও বৃদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য। ছবিতে আলেকজান্দ্রাকে দেখা যাবে একজন পুলিশের চরিত্রে। সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে এই ছবিতে শ্রাবস্তী ও জিতু কমলকে। আগামী মাসেই শুরু হবে ছবির শ্যুটিং। লন্ডন শহরের বিভিন্ন লোকেশনে শ্যুট করবে ছবির গোটা টিম। পরিচালক অংশুমান প্রত্নায় জানান এটি পুরোপুরি কমার্শিয়াল ছবি। যার মধ্যে থাকছে প্রচুর মশালা ডায়লোগ। আমার মনে হয় সেই ডায়লোগগুলো দর্শকদের খুব ভালো লাগবে। আর জিতু কমল ও শ্রাবস্তী চট্টোপাধ্যায়ের এই জুটি দর্শকদের ভালো লাগবে।

আজ শুক্রবার দামোহে এফএম উপহার দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

ভোপাল, ২৭ এপ্রিল : কয়েক দশক ধরে দামোহে অল ইন্ডিয়া রেডিওর দাবি বাস্তবরূপ নিতে চলেছে। স্থানীয় সাংসদ এবং ভারত সরকারের জলশক্তি ও খাদ্য প্রক্সিকরণ প্রতিমন্ত্রী প্রহ্লাদ প্যাটেলের বিশেষ প্রচেষ্টায় এটি সম্ভব হচ্ছে। আজ শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সকাল ১১ টায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে দামোহের এফএম স্টেশনের উদ্বোধন করবেন। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রহ্লাদ প্যাটেলের উপস্থিতিতে স্থানীয় দুর্দর্শন অফিসে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। দামোহে এফএম রেডিও স্টেশন উপহার পাওয়ার খবরে খুশি একাধিক মানুষ। দুর্দর্শনের আধিকারিক অনিল লালখেরা জানিয়েছেন, অনুষ্ঠানটি শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০ টায় দামোহ জেলা সদরের দুর্দর্শন অফিস সার্কিট হাউসের কাছে শুরু হবে। প্রধানমন্ত্রী দিল্লি থেকে সকাল ১১ টায় ভাষণ দেবেন, যা অনুষ্ঠানস্থলে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। দামোহ জেলা সদরে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রহ্লাদ প্যাটেল বিশেষভাবে উপস্থিত থাকবেন।

আমেরিকাতেও মিলবে দিওয়ালির ছুটি, ঘোষণা পেনসিলভ্যানিয়ায়

ওয়াশিংটন, ২৭ এপ্রিল : এবার আমেরিকায়ও মিলবে দিওয়ালির ছুটি। দিওয়ালিকে জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভ্যানিয়া । ওই প্রদেশের সেনেটর নিখিল সাভাল বুধবার এই ঘোষণা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, সেনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন মিলেছে এই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার বিষয়ে। টুইটারে এই সুখবর জানিয়ে নিখিল লিখেছেন, ‘সামন্ত পেনসিলভ্যানিয়ান, যারা আলো ও সংযোগের এই

অনুষ্ঠান পালন করেন তাঁদের স্বাগত।’ জানা গিয়েছে, নিখিল ও প্রোগ রথন্যান নামের দুই সেনেটরই এই সংক্রান্ত লি পেশ করেছিলেন গত ফেব্রুয়ারিতে। পেনসিলভ্যানিয়ার জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ২ লক্ষ দক্ষিণ এশিয়ার বাসিন্দা। তাদের অধিকাংশই আলোর উৎসবে মেতে ওঠেন। সেদিকে তাকিয়েই এই উৎসবের দিনটিকে ছুটির দিন হিসেবে পালন করার কথা ভাবা হয়েছে। উল্লেখ্য, কেবল ভারতই নয়, সারা বিশ্বে যেখানে ভারতীয় বা এশীয়রা রয়েছেন, তাঁরা দিওয়ালি উদ্‌যাপন করেন। ব্যতিক্রম নয় আমেরিকাও। গত বছর হোয়াইট হাউসে দিওয়ালি পালন করতে দেখা গিয়েছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে। দীর্ঘদিন ধরেই অবশ্য হোয়াইট হাউসে দিওয়ালি পালিত হয়। তবে ২০২২ সালেই প্রথমবার ধুমধাম সহকারে তা উদ্‌যাপন করা হয়। এবার পেনসিলভ্যানিয়ায় দিনটিকে ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা হল।

ইউক্রেনে হামলা চালাতে আর্ম্যাটা ট্যাংক নামাতে চলেছে রাশিয়া

মস্কো, ২৭ এপ্রিল : ইউক্রেনে হামলা চালাতে নতুন অস্ত্র নামাচ্ছে রাশিয়া। নতুন এই অস্ত্রটি হতে পারে টি-১৪ আর্ম্যাটা ট্যাংক। রাশিয়ার সরকারি সংবাদ সংস্থা দাবি করছে, ‘ইউক্রেনে সরাসরি হামলায় টি-১৪ আর্ম্যাটা ট্যাংক এখনও কাজে লাগানো হয়নি।’ মনে করা হচ্ছে এবার তা ব্যবহার করা হবে । টি-১৪ ট্যাংক তেজের বসেই চালানো যায়। এজন্য এই সাঁজোয়া যানের ওপর কারো দাঁড়িয়ে থাকার প্রয়োজন নেই। মসৃণ জায়গায় এই ট্যাংকের সর্বোচ্চ গতি দাঁড়িয়ে থাকার ৮০ কিলোমিটার। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের দাবি, এ ধরনের একেক-একটি ট্যাংক তৈরিতে ১১ বছর সময় লেগেছে। এই ট্যাঙ্কের ‘প্রাইমারি গান’-এ ৪২ রাউন্ডের গোলা ভরা যায়। যার মধ্যে ৩২ রাউন্ড অটোমোডার।

আমেরিকা-দক্ষিণ কোরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র চুক্তি

ওয়াশিংটন, ২৭ এপ্রিল : উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক হুমকি মোকাবিলায় আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়া একটি যুগান্তকারী চুক্তি করছে। এই চুক্তির আওতায় ওয়াশিংটন পর্যায়েক্রেম দক্ষিণ কোরিয়ায় পারমাণু-সজ্জিত সাবমেরিন মোতায়েন করতে এবং সিউলকে তার পারমাণবিক পরিকল্পনা কার্যক্রেম যুক্ত করতে সম্মত হয়েছে। এর পরিপ্ৰেক্ষিতে দক্ষিণ কোরিয়া নিজেদের জন্য পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি না করতে সম্মত হয়েছে। ‘ওয়াশিংটন ঘোষণা’ নামে চুক্তিটি উত্তর কোরিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধে মিত্রদের সহযোগিতাকে শক্তিশালী করবে বলে জানিয়েছেন জো বাইডেন। উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক হুমকি উভয়পক্ষের মধ্যেই উদ্বেগ বাড়ছে। পিয়ংইয়ং কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে, যা দক্ষিণ কোরিয়াকে লক্ষ্যবস্তু করতে পারে। তার দূরপাল্লার অস্ত্রগুলো মার্কিন মূল ভূখণ্ডেও পৌঁছাতে পারে। মার্কিন প্রশাসনের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মতে, নতুন চুক্তিটি বেশ কয়েক মাস ধরে চলা আলোচনার ফলাফল। পারমাণবিক পরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনার জন্য উভয়পক্ষ একটি পারমাণবিক পরামর্শক গ্রুপও তৈরি করবে।

ঢাকা- টোকিও বিনিয়োগ সম্পর্ক উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বান



শ্যামল সান্যাল, ঢাকা, ২৭ এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে ৫০ বছরের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মূল্যায়ন করে পরবর্তীতে উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমি নিশ্চিত যে জাপানের সাথে আমাদের গত পঞ্চাশ বছরের ঈষণিয় সহযোগিতা আগামী পঞ্চাশ বছর এবং তার পরেও অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। আসুন আমাদের ব্যবসা ও বিনিয়োগ সম্পর্ককে পরবর্তীতে উচ্চস্তরে নিয়ে যাই।’ ২৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সকালে টোকিওর ওয়েস্টিনের সাকু রায় জাপানিজ বিজনেস সিল্ডারদের (সিইও) সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, গত পাঁচ দশকে আমাদের দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের দৃষ্টান্তমূলক ফলাফল দেখে আগামী বছরগুলোতে বাংলাদেশ জাপানের বৃহত্তর পদাধিার প্রত্যাশা আমাদের। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি জাপানের ব্যবসায়ীদের মতামতকে গুরুত্ব দেন এবং তাদের পরামর্শগুলো নোট করেছেন। তিনি বলেন, ‘টোকিওতে আমাদের দূতাবাস বাংলাদেশে আপনাদের

বাংলাদেশে আসুন।’ প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা ইতিমধ্যে বাংলাদেশে জাপানি কোম্পানির (আরও জাপানি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে) উত্থাপিত বেশ কয়েকটি নিয়ন্ত্রক ও নীতিগত সমস্যা সমাধান করেছেন। শেখ হাসিনা বলেন, তিনি নিজে বাংলাদেশ-জাপান জয়েন্ট পাবলিক- প্রাইভেট ইকোনমিক ইকোনমিক ডায়ালগ (পিপিইডি) গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন এবং তিনি সন্তুষ্ট যে, পিপিইডি’র ৫ম রাউন্ড ২০২৩ সালের ১১ এপ্রিল জাপানে তার আগমনের ঠিক আগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি বলেন, ‘আমরা ব্যবসায়িক পরিবেশের উন্নতি অব্যাহত রাখব এবং বাংলাদেশে ব্যবসা করতে আপনাদের সবার জন্য মানস সুযোগ নিশ্চিত করব।’ তিনি উল্লেখ করেন, দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের সবচেয়ে উদার বিনিয়দি বিনিয়োগ ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি বলেন, ‘প্রতিযোগিতামূলক খরচ, প্রচুর মানবসম্পদ, উচ্চ ক্রয়ক্ষমতাসহ বিশাল দেশীয় ভোক্তা বাজার এবং ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্তের পরিপ্ৰেক্ষিতে বাংলাদেশ বিনিয়োগের জন্য একটি অত্যন্ত লাভজনক অবস্থান হিসেবে দ্রুত

আবির্ভূত হচ্ছে।’ শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার উন্নত করার মাধ্যমে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কেন্দ্র হতে সচেষ্ট। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা সারাদেশে অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাই-টেকসফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করছেন। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সংযোগের কেন্দ্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পরিকল্পিত অবকাঠামোগত ভিত্তি তৈরি করছে। আজ, আমি আপনাদের খোলাসালা এবং উৎপাদনশীল ধারণাগুলো শুনে খুশি। এটি আমাদের বন্ধুত্বপ্রতীম।’ তিনি বলেন, কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যেও জাপানের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছে। তিনি বলেন, ‘গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে কাজ করা জাপানি কোম্পানির সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েছে বিশেষকরে ২০১৪ সাল থেকে যখন আমরা আমাদের ‘বিস্তৃত অংশীদারিত্ব এবং বিগ-বি উদ্যোগের অধীনে জাপানের প্রতিশ্রুতিতে প্রবেশ করি।’ প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাপানি ব্যবসায়ীরাও বাংলাদেশের ব্যবসার এই ক্রমবর্ধমান প্রবণতাকে অনুসরণ করছেন এবং তারা জাপানের বিদ্যমান ব্যবসা সম্প্রসারণ অথবা বাংলাদেশে নতুন ব্যবসা চালু করতে ইতিবাচকভাবে ঝুঁকেনে। তিনি বলেন, ‘আজ আপনাদের সাথে আমার আলোচনার মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আমার সরকার এবং সব সংস্থা বাংলাদেশে ব্যবসায়িক প্রচেষ্টায় আপনাকে এবং জাপানের আমাদের অন্যান্য বন্ধুদের সাহায্য করতে আগ্রহী।’ বৈঠকে জাপানের শীর্ষ পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিদর্শন ও শ্রাবস্তী রানি খাতুয়া বাংলাদেশে বিনিয়োগ নিয়ে ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন।

ত্রিপুরা সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী



আইইডি বিস্ফোরণ হয়েছিল সেখানে একটি বিশাল গর্ত তৈরি হয়েছে। একইসঙ্গে যে পিক-আপ গাড়িতে জওয়ানরা যাচ্ছিল, সেটি বিস্ফোরণে উড়ে যায়। ভূপেশ বায়েল বলেছেন, মাওবাদীদের রেহাই দেওয়া হবে না। মাওবাদীদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। এবং মাওবাদীদের পরিকল্পনভাবে নির্মূল করা হবে। এই হামলার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বায়েলকে ফোন করে ঘটনার জোঁজখবর নেন এবং শহিদ জওয়ানদের জন্য শোক প্রকাশ করেন । তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।

শুক্রবার হাওড়া-পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মহড়া

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী তীর্থক্ষেত্র পুরী যাওয়া যাবে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে। কলকাতা থেকে পুরী পৌঁছে যাওয়া যাবে মাত্র সাড়ে ৫ ঘণ্টায়। এর জন্য খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না রাজ্যবাসীকে। রেল সূত্রে খবর, আগামী মে মাস থেকেই চালু হতে চলেছে হাওড়া-পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। রেলের তরফে এবার সেই ট্রেনের মহার দিনক্ষণ ঘোষণা করা হল। শুক্রবার থেকে প্রথম মহড়া চালু হবে। মোট তিনবার মহড়া হবে বলে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে। সব ঠিক থাকলে মে মাস থেকেই এই ট্রেনে চেপে পুরী যাওয়া যাবে। শুক্রবার মহড়ার জন্য হাওড়া থেকে বন্দে ভারত ট্রেন ছাড়বে সকাল ৬ টা ১০ মিনিটে। সেই ট্রেন পুরী পৌঁছবে ১২ টা ৩৫ মিনিটে। আবার পুরী থেকে ১ টা ৫০ মিনিটে ট্রেনটি ছাড়বে ও হাওড়া পৌঁছবে রাত ৮ টা ৩০ মিনিটে। মাঝে ৫টি স্টেশনে থামবে ট্রেনটি। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ট্রেনটি ২ মিনিটের জন্য থামবে খড়গপুরে। ৩০ এপ্রিল অর্থাৎ রবিবার বন্দে ভারতের দ্বিতীয় মহড়া। ওই দিন ট্রেনটি যাবে হাওড়া থেকে ভদ্রক পর্যন্ত। ১ মে পরবর্তী মহড়ার দিন নির্ধারিত হবে।

সাঁতরাগাছি-পুরী-সাঁতরাগাছি স্পেশাল

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় দূর করার লক্ষ্যে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী সাঁতরাগাছি-পুরী-সাঁতরাগাছি স্পেশাল চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে- ০২৮৩৭ সাঁতরাগাছি-পুরী স্পেশাল চলবে ৩০.০৬.২০২৩ (প্রতি শুক্রবার) পর্যন্ত। ০২৮৩৮ পুরী-সাঁতরাগাছি স্পেশাল চলবে ০১.০৭.২০২৩ (প্রতি শনিবার) পর্যন্ত।

জোকা-তারতলা মেট্রো পরিসেবা ০১.০৫.২০২৩ থেকে দ্বিগুণ হবে

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : যাত্রীদের জন্য সুখবর! এখন আরও মেট্রো পরিষেবা জোকা- তারাতলা রুটে (পার্পল লাইন) চলবে। যেহেতু যাত্রীরা এই রুটে আরও পরিষেবার দাবি করে আসছে, তাই উদয় কুমার পদচারণার ধরণ অধ্যয়ন করার জন্য একটি বিশদ সমীক্ষা চালানো হয়েছে। এই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দৈনিক পরিষেবাগুলি নিশ্চিত করতে মেট্রো আধিকারিকরা এই এলাকার ছাত্র এবং শিক্ষকদের পাশাপাশি অফিসগামীদের সাথেও মতবিনিময় করেছেন। মেট্রো মহাব্যবস্থাপক, শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি সমস্ত প্যারামিটার এবং সংগৃহীত ডেটা বিশ্লেষণ করার পরে বেহালা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের সুবিধার জন্য পার্পল লাইনে দৈনিক পরিষেবার সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ০১.০৫.২০২৩ (সোমবার) থেকে মেট্রো রেলওয়ে সেই প্রসারিত পরিষেবাগুলি শুরু করার চার মাসের মধ্যে পার্পল লাইনে তার দৈনিক পরিষেবার সংখ্যা দ্বিগুণ করতে চলেছে। সেই দিন থেকে, ১২টি পরিষেবার পরিবর্তে ২৪ টি দৈনিক পরিষেবা জোকা এবং তারাতলার মধ্যে সোমবার থেকে শুক্রবার ওয়ান ট্রেন অনলি সিস্টেম অনুসরণ করে চালানো হবে। পরিষেবার এই বৃদ্ধি স্থানীয় জনগণের চাহিদা মেটাবে এবং পিক আন্ডারে তাদের সুবিধামত যাতায়াত করতে সাহায্য করবে কারণ সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন পরিষেবা উপলব্ধ থাকবে। জোকা - তারাতলা স্টেটে মেট্রো পরিষেবার গ্রিকোকোলি (সোমবার থেকে শুক্রবার) ৬০ মিনিটের পরিবর্তে ৪০ মিনিট হবে। শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য, তাদের পিতামাতা এবং শিক্ষকরা জোকা থেকে প্রথম মেট্রো ০৮.৫৫ টায় উপলব্ধ হবে। ০১.০০ ঘটীর পরিবর্তে মেট্রো তাদের পছন্দের পরিবহনের মাধ্যম। জোকা থেকে শেষ পরিষেবা পাওয়া যাবে ১৬.২০ টায়। ১২.০০ টা থেকে ১৫.০০ টা পর্যন্ত জোকা থেকে ইউপি দিকে কোন সার্ভিস গ্যাপ থাকবে না। তারাতলা থেকে প্রথম মেট্রো ১০.৩০ টার পরিবর্তে ০৯.২০ টায় পাওয়া যাবে এবং তারাতলা থেকে শেষ পরিষেবা ১৬.৪০ টায় পাওয়া যাবে। DN নির্দেশে তারাতলা থেকে ১২.৩০ থেকে ১৫.৩০ ঘট্টা পর্যন্ত কোনও পরিষেবার ফাঁক থাকবে না। মেট্রো রেলওয়ের সিপিআরও কৌশিক মিত্র জানিয়েছেন, অফিসগামী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করা হবে। এই রুটে দৈনিক পরিষেবার সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এই এলাকার মানুষ উপকৃত হবে। এই প্রসারিত শনি ও রবিবার কোন বাণিজ্যিক পরিষেবা থাকবে না।

Name Change I, SANTOSH ADHIKARI (old name) S/o LALIT ADHIKARI resident of 106,PURBA PANCHANAMA GRAM SOUTH, PO- VIP NAGAR PS- ANANDPUR, KOLKATA, 700100, WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SANTOSH KUMAR ADHIKARY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 27/04/2023. SANTOSH ADHIKARI and SANTOSH KUMAR ADHIKARY all are same and one identical person.	Name Change I, TAPATI DEB (old name) D/o Late. Chandi Prasad Deb resident of Villi-PO: Halhai, PS: Salema, Dist: Dhalai, State: Tripura Pin: 799286, India I have changed my name to (shall henceforth be known as)TAPATI DEB SAHA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 27/04/2023. TAPATI DEB and TAPATI DEB SAHA all are same and one identical person.
Name Change I, SWAPAN DE alias SWAPAN KUMAR DE (old name) S/O LATE DINESH CHANDRA DEY resident MIGU 7/L, BIRATI ABASAN, M.B. ROAD, NIMTA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700049 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SWAPAN KUMAR DEY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 27/04/2023. SWAPAN DE, SWAPAN KUMAR DE and SWAPAN KUMAR DEY all are same and one identical person.	Name Change I, SARBANI DE (old name) W/o SWAPAN KUMAR DEY resident MIGU 7/L, BIRATI ABASAN, M.B. ROAD, NIMTA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700049 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SARBANI DEY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 27/04/2023. SARBANI DE and SARBANI DEY all are same and one identical person.
Name Change I, MARSA KACHHAP (old name) W/o PARDESHIYA KACHHAP resident 23/3/L, NABANARI TALA 1ST BYE LANE, PS-AJIC BOSE B.GARDEN, HOWRAH-711110 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MARSHA KACHUP, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 27/04/2023. MARSA KACHHAP and MARSHA KACHUP all are same and one identical person.	Name Change SREEKUMR PUTHENPURAYIL RAMAN NAIR S/O RAMAN NAIR resident of J1 K.K TAGORE ROAD, PO-ALAMBAZAR, BARRACKPORE, PIN-700035, WEST BENGAL, INDIA wanted to state that SREEKUMR P.R vide an affidavit Shown before the Notary Public at Kolkata on 27/04/2023. SREEKUMAR PUTHENPURAYIL RAMAN NAIR and SREEKUMAR P.R both are same and one identical person.
Name Change I SWAPAN BACHHAR, S/O TIKENDRA NATH BACHHAR, R/O VILL- PURBA NEHALPUR, P.O. NEHALPUR, P.S. MATIA, COASTAL (BASIRHAT), PIN- 743437, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWAPAN BACHHAR, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/04/2023	Name Change (FOC) I, KHUKHU RANI KHATUA alias KHUKURANI KHATUA (old name) W/o MANAS KHATUA resident of Bura Buri, PO- Pairachali, PS- Bhagabampur, East Medinipur, Pin: 721633 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) KHUKU RANI KHATUA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 26/04/2023. KHUKHU RANI KHATUA, KHUKURANI KHATUA AND KHUKU RANI KHATUA and all are same and one identical person.
Name Change I TIKEN BACHHAR and TIKENDRA NATH BACHAR, S/O TARAPADA BACHHAR, R/O VILL-PURBA NEHALPUR, P.O. NEHALPUR, P.S. MATIA, COASTAL (BASIRHAT), PIN- 743437, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOW AS TIKENDRA NATH BACHHAR, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/04/2023	Name Change I PALAS SARDAR S/O RAMGOPAL SRINGAR R/O RAGHUNATHPUR SARDARAN NISCHINTAPUR KAKDWIP, SOUTH 24 PARGANAS- 743374 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PALASH SARDAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT KOLKATA ON 27/04/2023.
Name Change I Mousumi Das W/o Sudip Das resident of Rabindra Pally, Talbagan, Baguiati Pin-700110, N-24 Pgs WEST BENGAL, Shall henceforth be known as Mousumi Das Modak. That Mousumi Das Modak and Mousumi Das is same and one identical person vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 25/04/2023.	Name Change I MOSRAF ALI HALDER (OLD) S/O ERFAN ALI HALDER. R/O PASCHIM RAMANATHPUR RACHIM PARA, PO- KUMIRMORA, PS-CHANDITALA, HOOGHLY, PIN-712704, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOSHAROF ALI HALDER (NEWNAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLICAT KOLKATA ON 21/04/2023.

মালদায় তিনদিন ধরে নিখোঁজ অষ্টম শ্রেণীর পড়ুয়া

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ এপ্রিল : তিনদিন ধরে নিখোঁজ মালদা শহরের একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর এক নাবালক ছাত্র। বাবার সঙ্গে স্কুলে গিয়ে তারপর থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে মালদা শহরের ইংরেজবাজার রুকের গোপালপুর এলাকার ওই ছাত্র সত্যজিৎ ঘোষ (১৪)। পরিবারের সন্দেহ তাদের ছেলেকে অপহরণ অথবা ছেলেধরার খপ্পরে পড়ে থাকতে পারে। গত সোমবারের এই ঘটনার পর রাতেই ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ করেন নিখোঁজ ছাত্রের বাবা কার্তিক ঘোষ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অষ্টম শ্রেণীর ওই নাবালক ছাত্রের কোন হদিস দিতে পারেনি সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ। ফলে কালীয় ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার। ছাত্রের বাড়িতে চলছে অরন্ধন। পাড়া- প্রতিবেশীরা বাড়িতে এসে নিখোঁজ ছাত্রের বাবা ও মাকে সাহুনা দিচ্ছেন। কিন্তু ছেলের শোক কিছুতেই ভুলে ভুলতে পারছেন না অসহায় ওই দম্পতি। ছেলের ছবির বুকে আলো রেখে সবাইকে সেখিয়ে সন্ধান চাইছেন। পাশাপাশি নিখোঁজ ছাত্রের অভিভাবক বলেছেন পুলিশের ভূমিকা যদি এরকম উদাসীন থাকে, তাহলে পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করবেন তারা। এদিকে নিখোঁজ ওই ছাত্রের এক কাকিমা কৃষ্ণা ঘোষ জানিয়েছেন, সোমবার বাবার মোটর সাইকেল করেই ভিগেয়া সত্যজিৎ ঘোষ



শহরের একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে গিয়েছিল। স্কুলের গেটের বাইরেই তার ভাসুর কার্তিক ঘোষ ছেলেকে নামিয়ে চলে যান। বিকেল গড়িয়ে গেলে ছেলে বাড়িতে ফিরে না

আসায় দৃশ্চস্তার কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে ঘোষ পরিবারে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন অনেকক্ষণ আগেই স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। নানা দিক খোঁজাখুঁজির পর সত্যজিৎের আর

কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। স্কুল পোশাক পরেই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে ওই ছাত্র। এরপর ওইদিন রাতেই ইংরেজবাজার থানায় ছাত্রের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা এবং তার সাথে অপহরণের সম্ভাবনার আশঙ্কা করেও পরিবারের তরফ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। নিখোঁজ ছাত্রের বাবা পেশায় ব্যবসায়ী কার্তিক ঘোষ। তিনি বলেন, ছেলে স্কুল আর বাড়ি ছাড়া তেমন তো কোথাও যেত না। প্রতিদিনের মতো গত সোমবারও ছেলেকে স্কুলের মেন গেটের সামনে নামিয়ে দিয়েছিলাম। তারপরে ও নাকি স্কুলেই ঢোকে নি এমনটা জানতে পেরেছি। তাহলে কি আমার ছেলে ছেলেধরার খপ্পরে পড়ল, না ওকে কেউ অপহরণ করলো কিছুই বুঝতে পারছি না। পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছি। কিন্তু পুলিশ এখনও পর্যন্ত কোন হদিস দিতে পারে নি। তাই বাধ্য হয়ে পুলিশ সুপারের দারস্থ হওয়ার কথাই ভাবছি। ছেলেকে কি করে খুঁজে পাবো কিছুই বুঝতে পারছি না। তাই এখন নিখোঁজ ছাত্রের অভিভাবকরা হাতে ছবি নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ছেলের সন্ধানের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, নিখোঁজ ওই ছাত্রের অভিযোগের পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সুর ধরে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে খুব শীঘ্রই ওই ছাত্রটিকে উদ্ধার করা যাবে।

তুমুল শিলাবৃষ্টি

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৭ এপ্রিল : রাজ্যের তাপমাত্রা ফের বাড়ার পূর্বাভাসের মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজল বাংলার একাধিক জায়গা। আজ সকালে তীব্র গরমের পর বীরভূমের বোলপুরে শুরু হয় ঝড়বৃষ্টি। শুধু বৃষ্টি বললে ভুল হবে শিলাবৃষ্টি দেখল বীরভূমের একাধিক জায়গা। এ দিন, বেলা এগারোটা নাগাদ ঘন কালো মেঘে ঢেকে যায় বীরভূমের আকাশ। চিক কিছুক্ষণ পর বোলপুর, সিউড়ি সহ একাধিক জায়গায় শুরু হয় শিলা বৃষ্টি। বৃষ্টির সঙ্গে বইতে থাকে ঝোড়ো হাওয়া। বোলপুরের এলাকাবাসী বলেছেন বহুদিন পর এমন শিলা বৃষ্টি দেখলেন তারা। তবে এই শিলাবৃষ্টিতে চায়ের জমির ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। শুধু ফসলের ক্ষতিই নয়। আমেরও ক্ষতি হয়েছে বলে বলছেন আমচাষীরা। বুধবারও বীরভূমের তারাপাটে বিকেল ৪ টের দিক থেকে শুরু হয় মৃদুলাবয়ে বৃষ্টি। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। কিছুক্ষণ পরই শিলাবৃষ্টিও শুরু হয়। এই বৃষ্টিতে স্বস্তি পান এলাকার মানুষরা। তবে শুধু বীরভূমই নয়। ভিজেছিল পড়শি জেলা মুর্শিদাবাদ। সেখানেও বিকেলে হঠাৎ করেই সামশেরগঞ্জের একাধিক এলাকা দিয়ে ঝড় বয়ে যায়। কালিবেলাখীর ঝড়ে উড়ে যায় টিনের ছাদনিও। এই ঝড়ে অনেক গাছপালা ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

গাজনের মেলা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৭ এপ্রিল : শিবের গাজন উপলক্ষে ভাস্কর্যমণ্ডপ গ্রামে সকালে মেলা। বৃহস্পতিবারের ইন্দুপুর রুকের ভাস্কর্যামণ্ডপ গ্রামে গ্রামের সর্বমোলাতমানা কর্মিটির তরফে শিবের গাজন উপলক্ষে মেলার আয়োজন করা হয়। কর্মিটির তরফ থেকে জানা যায়, প্রতি বছরের ন্যায় বৈশাখ মাসের ১৩ তারিখে এই প্রাচীন রীতিনীতি মনে শিবের গাজন উপলক্ষে গ্রামে এই মেলা আয়োজন করা হয়। মেলার আগে দিনে যাত্রার অনুষ্ঠান হয়, পাশাপাশি থাকছে আজ সারাদিন ধরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। মেলাকে খিরে বিভিন্ন পসরা সাজিয়ে বসেছে লোকপাটে চলেছে দেদার বিকিকিনি। এলাকাসহ আশেপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার মানুষের সমাগম। এই মেলা তাদের বিগত ১৫০ থেকে ২০০ বছরে আগের আমল থেকে হয়ে আসছে। পাশাপাশি এদিন সত্য সাই সেবা সমিতির পক্ষ থেকে তীব্র দাবাদহতে বিভিন্ন দূর-দূরান্ত থেকে আসা মানুষদেরকে স্বস্তি দিতে জলছত্রের আয়োজন করা হয়েছে। যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ইন্দুপুর থানার পুলিশ কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে মেলা চাচ্ছে।

ডাক্তার দেখিয়ে ফেরা হল না বাড়ি

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৭ এপ্রিল : শরীরাটা ভাল ছিল না। তাই চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু আর যে বাড়ি ফেরা হবে না সেটা কেউই বুঝতে পারেননি। বর্ধমানে ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন মুর্শিদাবাদের বড়গ্রা রুকের ফুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা। পথ দূর্ঘটনার কবলে পড়ে মারা গেলেন ফুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা মদন মল্লিক (৪৫), বাদশা মল্লিক (৪২) এবং চাঁদ শেখ (৬০)। অসহিষ্ণে চম্পা বিবি (৬৫) এবং পারভেজ হোসেন (৬৫) গুরুতর জখম অবস্থায় চিকিৎসারী বরগেছেন হাসপাতালে। এদিন হলদিয়া-ঝারাক্লা বাদশাহী সড়কের উপর বর্ধমান থেকে ডাক্তার দেখিয়ে মুর্শিদাবাদের ফুলিয়া গ্রামে বাড়ি ফেরার পথে ছোট গাড়ির সঙ্গে গ্যাস ট্রাক্করের সংঘর্ষ হয় কেতুগ্রাম এলাকায়। যার ফলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিনজনের এবং আশঙ্কাজনক অবস্থায় আরও দু’জনের মধ্যে মদন মল্লিক কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয় চিকিৎসার জন্য। ঘটনায় বাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকাজুড়ে।



সামগ্রিক ঘটনার তদন্ত শুরু করছে কেতুগ্রাম থানার পুলিশ এবং মৃত ব্যক্তিদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। কিভাবে এই পথ দূর্ঘটনা ঘটলো সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে কেতুগ্রাম থানার পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরে হলদিয়া ফারাক্লা বাদশাহী সড়কের অবস্থা কন্ট্রালসার হয়ে থাকায় এই দূর্ঘটনা বলে অনুমান স্থানীয় বাসিন্দারা। নিহতদের আত্মীয় মনোরঞ্জন শেখ বলেন, কেতুগ্রাম পুলিশের কাছ থেকে দূর্ঘটনার খবর পেয়ে আমরা বাদশাহী সড়কের পালিটা গ্রামের কাছে এসে দেখি কাকা মহম্মদ মল্লিক, কাকার ছেলে বাদশা মল্লিক মারা গিয়েছে। ওদের সঙ্গে ভক্তিশেখী চাঁদ শেখেরও মৃত্যু হয়েছে। এদিকে এই দূর্ঘটনার জেরে কিছুক্ষণের জন্য বাদশাহী সড়কে যান ল্যাচলক বন্ধ হয়ে যায়। জখম গাড়ির চালক পারভেজ হোসেন ও নিহত বাদশা মল্লিকের দ্বী চম্পা বিবিকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

অগ্নিমিত্রার মন্তব্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে চিত্তরঞ্জনজুড়ে

দুরন্ত বার্তা, চিত্তরঞ্জন, ২৭ এপ্রিল : ব্রিটিশদের হাটুয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। এর ঠিক ৪ মাস বাদে দেশের তৎকালীন রেলবোর্ড সিদ্ধান্ত নেয় আসানসোলে একটি রেল ইঞ্জিন কারখানা নির্মাণ করা হবে। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি নতুন কারখানা থেকে রেলর প্রথম সিম্ন লোকো ইঞ্জিন। ওই বছরের ১ নভেম্বর দেশের প্রথম রেল্পতি রাজেন্দ্র প্রসাদ দেশবাসীর উদ্দেশে সেই ইঞ্জিনটিকে উৎসর্গ করেন। সেই অনুষ্ঠান হাজির থেকে রেল্পতি রাজেন্দ্র প্রসাদ কারখানার নামকরণ করেন দেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নামে। খোদ দেশবন্ধুর স্ত্রী এসেছিলেন ওই অনুষ্ঠানে। তাঁর ছবিও রয়েছে। ওই ইঞ্জিন স্থাপনের পিছনে তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ভূমিকাও কম ছিল না। আজও সে কথা লোকের মুখে মুখে ফেরে। অথচ বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল এখন সেই ইতিহাসকেই মুছে দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁর দাবি, চিত্তরঞ্জন দাসের নাম পাঠে কারখানার নাম শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় করা

পশ্চিম মেদিনীপুরে বজ্রপাতে মৃত ৪

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ২৭ এপ্রিল : কদিন সামান্য আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটেছিল। বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিও হয়েছিল। কিন্তু ফের সূর্যদেয় ফিরেছিলেন স্নমহিমায়। রৌদ্রপ্রপেে জেরবার ছিলল মানুষ। সেই তাপ থেকে মুক্তি পেলে মানুষ। বৃহস্পতিবার বিকালে বজ্র বিদ্যুৎ সহ শুরু হয় তীব্র পশ্চিম মেদিনীপুর জুড়েই। সঙ্গে ছিল প্রবল ঝোড়ো হাওয়া। বেশ কয়েকটি জায়গায় শিলাবৃষ্টিও হয়েছে। তারপর থেকেই আবহাওয়া অনেকটাই চাট্টা। তবে এই বৃষ্টিপাতের সঙ্গে বজ্রপাতের কারণে দুর্ঘটনাও ঘটেছে। এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, চারজনের মৃত্যু হয়েছে বজ্রপাতে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বাজ পড়ে মৃত্যু হয় এক কিশোরী সহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে জেলায়। আহত হয়েছেন দু’জন। আহতদের চিকিৎসা চলছে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাজ পড়ে মৃত্যু হয়েছে স্বপ্নন ভূইয়া (৪৪) নামে এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে শালবনী থানার বাগমারি এলাকায়। এদিন বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্বপ্ননকে নিয়ে এসে চিকিৎসকেরা মৃত বলে জানিয়ে দেন। কেশপুং থানার অঙ্গুরা এলাকায় বাজ পড়ে মৃত্যু হয় মামনি ঘোষ (১৮) নামে এক কিশোরী। মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত শিরোমণি এলাকায় বাজ পড়ে মৃত্যু হয়েছে বৈদ্যনাথ সরেন (৫৫) নামে এক ব্যক্তি। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়ই চন্দ্রকোনা থানার যাদবনগর গ্রামে মৃত্যু হয়েছে তাপস পাতর (২৬) নামে এক ব্যক্তি। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, এদিন দুপুরে পেশায় কৃষক তাপস পাতর মাঠে কৃষিকাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় হঠাৎই বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি শুরু হয়। বাজ পড়ে মাঠেই লুপ্তিয়ে পড়েন তিনি। তাকে উদ্ধার করে চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে। ঘটনায় শোকের ছায়া মৃতের পরিবারে।

পরীক্ষামূলকভাবে আপেলের চাষ

দুরন্ত বার্তা, কালিঙ্গপং, ২৭ এপ্রিল : আপেল চাষের জন্য বিখ্যাত কাম্বীর, আর কমলালেবুর জন্য বিখ্যাত দার্জিলিং। উত্তরের পাছাড়ে শুরু হয়েছে পরীক্ষামূলকভাবে আপেল চাষ। আপেল চাষ সফল হলে বাণিজ্যিক দিক থেকে পাছাড়ের গুরুত্ব আরও বেড়ে যাবে। কালিঙ্গপংয়ের ছোট গ্রাম ফিক্সলে হচ্ছে পরীক্ষামূলকভাবে আপেল চাষ। প্রসঙ্গত ২০১৮ সালে এক কৃষক গ্রামে আপল চাষ শুরু করেছিলেন। তিনি মোট ৬০টি চারা রোপন করেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন গাছে ফল ধরতে অন্তত দুই বছর সময় লেগে গেছিল। তারপর সেই পর পর্যটকদের কাছে বিক্রি করে মোট ২৫ হাজার টাকা আয় করেছিলেন। এখন অনেকেই সংলগ্ন গ্রামে আপেল চাষ পরীক্ষামূলকভাবে করা শুরু করেছেন। আপেল চাষ সফল হলে বাণিজ্যিক দিক থেকে অনেকটাই গুরুত্ব বেড়ে যাবে পাছাড়ের। এতদিন কমলালেবুর চানে দার্জিলিং আসতেন পর্যটকরা, আপেল চাষ সফল হলে আপেলের টানেও আসবেন পর্যটকরা।



হোক। এমনই একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছেন চিত্তরঞ্জনবাসী। ভারতীয় রেলের অধীনে থাকা চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস বা সিএলডব্লুে শুধুই রেলেই ইঞ্জিন তৈরির কারখানা নয়। বরং দেশের ইতিহাসে এক অবৈগময় উজ্জ্বল অধ্যায়ও। সেই অধ্যায়কেই এখন মুছে ফেলার যত্নব্রত্ন করছে বিজেপি। এখন এমনই অভিযোগ চিত্তরঞ্জনবাসীরা। তাই বাংলা ও ঝাড়খণ্ডের সীমায় গড়ে ওঠা এই ছোট রেল শহরের প্রতিটি শ্রমিক অগ্নিমিত্রা পাল একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেই অনুষ্ঠান শেষে তিনি সিএলডব্লু’র জেনারেল ম্যানেজার সতীশ কুমার কাশ্যপের সঙ্গে বৈঠকে করে বেরিয়ে এসে কারখানাবেই ভিডিও বার্তা শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে। আর সেই ভিডিও বার্তাই এখন ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে। সেই ভিডিওতে দেখা ও শোনা যাচ্ছে যে অগ্নিমিত্রা পাল একটি অনুষ্ঠান দিচ্ছেন, ‘আমার ইচ্ছে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস উন্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে পরিচিত হোক। নামকরণ হোক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কারণ এটা তিনিই শুরু করেছেন। এই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় হাত ধরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে। নিন্দার ঝড় বইতে শুরু করে সর্বত্র। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিধায়ককে নিন্দা করে যেয়ে আসে কটাক্ষ। সেখানে কেউ কেউ বিধায়কের ইতিহাস শিক্ষা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। কেউ কেউ আবার বাংলার ইতিহাস বদলে ফেলার

ইতিহাস বদল করতে চান অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৭ এপ্রিল : নির্বাচনের সময় বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে যে রক্তপাতের ঘটনা ঘটে, সেই পরিস্থিতির বদল করতে চান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রামের সভা থেকে এই কথাই বললেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রামের আলিবর্দমান ক্লাবের মাঠে জনসভা করেন তিনি। সেখানে তিনি বলেন, প্রত্যেকবার গ্রামবাংলায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রক্তপাত হয়, আমরা তার পরিবর্তন চাইতে এসেছি। পঞ্চায়েত হোক কিংবা, বিধানসভা-লোকসভা, বাংলায় ভোট হলেই সন্ত্রাসের অভিযোগ ওঠে। বিভিন্ন রাজনৈতিক

জনসংযোগ যাত্রা শুরু করেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলের পক্ষেই এই পরিস্থিতি পালটানো সম্ভব নয় বলেই মনে করেন অভিষেক। তাই এদিন কুমারগ্রামের সভা থেকে তিনি বলেছেন, সাধারণ মানুষ না চাইলে এই ব্যবস্থার কোনওদিন পরিবর্তন ঘটবে না। প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার কোচবিহার থেকে তৃণ্মূলের নবজোয়ার কর্মসূচি শুরু করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কারণে জেলায় জেলায় জনসংযোগ করবেন অভিষেক। সেই জনসংযোগে কোচবিহারে কটিনোর পর বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে সেই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। জনসভা করেন। সেই জনসভা থেকে রক্তপাতহীন নির্বাচনের কথা বলেন অভিষেক।

শুভেন্দুর পাল্টা সভায় জনজোয়ার



সৃজিত দত্ত, পূর্ব বর্ধমান, ২৭ এপ্রিল : রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর পাট্টা সভায় জামালপুরে জনজোয়ার তৃণমূলের। বৃহস্পতিবার জামালপুরে তৃণমূলের সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের যুব রাজ্য সভানেত্রী সায়নী ঘোষ, রাজসভার সাংসদ ডঃ শান্তনু সেন, রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপ্নন দেবনাথ, রাজ্যের প্রছাগার সম্প্রসারন মন্ত্রী সিদ্ধিকুন্লা চৌধুরী, তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চাট্টাজী, জেলা সভাপতি তথা রায়নার বিধায়িকা শম্পা ঠাড়া, মোমারির বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য। জামালপুরের বিধায়ক অরো্ল কুমার মাধি, সহকারি জেলা সভাপতি দেবু টিডু, জেলা যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার, পূর্ত কল্যাঞ্চক বাগবুল ইসলাম, দক্ষিণবঙ্গ রাজ্য পরিবহন নিগমের সভাপতি সভায় মন্তল, জামালপুরের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভূতনাথ মল্লিক সহ তৃণমূলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতা কর্মীরা। তৃণমূলের রাজ্য সভার সাংসদ শান্তনু সেন তার বক্তব্যে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে তীব্র ভাষায় আক্রমন করে বলেন, জামালপুরের এই জনসম্মুদ দেখে শুভেন্দু অধিকারী দ্বিতীয়বার আর জামালপুর আসার সাহস পাবে না। মাতৃস্নেহে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে নিজের দলে রেখেছিলেন, তিনটে মন্ত্রক, দু’ডজনের বৈশী বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ইত্যাদি পদ দিয়েছিলেন, কিন্তু শুভেন্দু মীরজাফরের মতই বিশ্বাসঘাতকতা করছে বাংলার সঙ্গে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। প্রতিবার দিল্লী গিয়ে মিথ্যা তথ্য দিয়ে বাংলার বিভিন্ন প্রকল্পের খাতে পাওনা টাকা যাতে কেন্দ্রীয় সরকার না দেয় তার চক্রান্ত করে বাংলা তথা বাঙালির উন্নয়নকে থমকে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তিনি শুভেন্দু অধিকারীর বাবা তথা তৃণভূমের সাংসদ শিশির অধিকারীর প্রসঙ্গ টেনে কটাক্ষ করে বলেন, একজন আছে যে তৃণমূলের চিহ্নে জিতে সাংসদ হয়ে বিজেপির মোসাহেবী করেন। একবার তৃণমূলের জোড়ালু ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ছাড়া জিতে দেখাক তাহলেই বোঝা যাবে কত ভয় কত চালা। এদিন যুঃ তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রী সায়নী ঘোষের আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল শুভেন্দু ও বিজেপি। তিনি জামালপুরের জনসমাগম দেখে আশ্প্রত হয়ে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির সম্পূর্ণ ধারাবাহী করার আহ্বান জানান জামালপুরের মানুষকে। বিভিন্ন হিন্দি সায়েরি বলে বিজেপিকে বিভিন্ন ভাবে কটাক্ষ করেন। এদিন জামালপুরের হালাল মোড় থেকে মিছিলের মাধ্যমে জামালপুরের হরেকুন্স সেতুর কাছে চারনাথা মোড়ে সভার আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, ২৫ এপ্রিল শুভেন্দু অধিকারী সভা করেছিলেন ওই স্থানে। তার পালটা হিসাবে এদিন তৃণমূল জনসভা ডাকে। বৃষ্টির জ্রুকৃটি উপেক্ষা করে প্রায় ৬০ হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থক এদিনের সভায় উপস্থিত হন বলে জানা গেছে।

ফলকে বানান ভুল

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৭ এপ্রিল : সরকারিভাবে লাগানো ফলকে ভুল বানানকে কেন্দ্র করে সমালোচনার ঝড়। অবিলম্বে ভুল সংশোধন করে নতুন ফলক লাগানোর দাবী উঠছে বাকুড়াজুড়ে। বুধবার বাকুড়া শহরে গন্ধেশ্বরী নদীর উপর নবনির্মিত সেতুর তড়িঘালি উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এজন্য সেতুর উপর একটি ফলক বসানো হয়েছে। সেই ফলকে গন্ধেশ্বরী স্থলে লেখা হয়েছে গন্ধেশ্বরী। ফলকে এই ভুল বানান দেখে ক্ষোভে ক্ষেঁটি পড়েন বিশিষ্টজনরা। সমালোচনার ঝড় ওঠেছে। এই কাণের দায়িত্ব থাকা সরকারী কর্মীর শাস্তির দাবী তুলেছেন অনেকেই। এপ্রসঙ্গে বাঁকুড়া জেলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক সন্তোষ ভট্টাচার্য উম্মা প্রকাশ করে বলেন রাজ্যের শিক্ষার মান কোথায় পৌছেছে। সরকারী ভাবে লাগানো ফলকে এরকম মারাত্মক ভুল ভাবা যায়? অবিলম্বে এই ফলক পাঠেই সংশোধিত ফলক লাগানো দরকার। নির্মিল ভান্ডার বদ্দ সাহিত্য সম্মেলনের বাঁকুড়া শাখার সম্পাদক মধুসূদন দরিপা বলেন, এটা অত্যন্ত গর্হিত ও অন্যায়। সরকারি ফলকে এরকম মারাত্মক ভুল বানান?

 BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
 (i) NIT No. 71/PHE(C)/BMC, Date- 26/04/2023 (ii) NIT No. 72/PHE(C)/BMC, Date- 26/04/2023
 e-Tender has been invited (i) Pipe line leakage, extension of pipe line at different locations within ward no. 1 and 26 (ii) Sinking and lowering deep tubewell and construction of pipeline and interconnection with Motor Pump at Tarafdaras within ward no 5 under BMC. (Tender I.D : (i) 2023 _MAD _521106_ 1 and 2 (ii) 2023 _MAD _521403_ 1 to 3) For info : www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board. Last date of Bid submission- (i) 08/05/2023 up to 3.00 p.m. (ii) 13/05/2023 up to 3.00 p.m.
 Sd/- Executive Engineer, Bidhannagar Municipal Corporation

হাজিরা দিয়ে জামিন পেলেন লতিফ

দুরন্ত বার্তা, আসানসোাল, ২৭ এপ্রিল : জল্পনার অবসান। গরু পাচার মামলায় বৃহস্পতিবার আসানসোলে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে হাজিরা দিলেন আব্দুল লতিফ। গত সোমবার সুপ্রিম কোর্ট তার প্রেক্ষারতিতে অন্তবর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। বলা হয়েছিল, প্রফতারের মতো কোনও কড়া পদক্ষেপ সিবিআই করতে পারবে না। পাশাপাশি মেদিনা আদালতে মামলার শুনানি হবে, সেদিন তাকে হাজিরা দিতে হবে। সেইমতো এদিন সকালে আসানসোলে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে আব্দুল লতিফ আসে। তার হয়ে এদিন সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী শেখর কুন্ডু। এদিন সিবিআইয়ের হয়ে উপস্থিত ছিলেন পিপি বা সরকারি আইনজীবী রাকেশ কুমার। কেস ডায়েরি নিয়ে উপস্থিত ছিলেন মামলার আইও বা দস্তকারী অফিসারও। সওয়াল-জবাব শেষে বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী নির্দেশ দেন। তাতে বলা হয়, আব্দুল লতিফকে ১৫ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দেওয়া হল। আগামী ৬ মে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। এরমধ্যে প্রতি ৩ দিনে একবার করে সিবিআইয়ের আইও-র সঙ্গে দেখা করতে হবে। সিবিআইয়ের কাছে তার পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে। বৃহস্পতিবার সকালে আসানসোাল আদালতে হাজির হন আবদুল লতিফ। লতিফের আইনজীবী শেখর কুন্ডু তার জামিনের আবেদন করে বলেন, সর্বোচ্চ আদালত লতিফকে রক্ষাকবচ দিয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না। তাহলে সব রকমের সহযোগিতা করবেন তিনি। এর পর বিচারক সিবিআইয়ের কাছে জানতে চান, তদন্তের স্বার্থে আবদুল লতিফকে তাদের প্রয়োজন কি না। জবাবে সিবিআইয়ের আইনজীবী বলেন, খতিয়ে দেখে জানতে পারব। দুপক্ষের সওয়াল জবাব শুনে সিবিআই আদালতের বিচারক আবদুল লতিফকে ১৫ হাজার ব্যক্তিগত বন্ডে ৬ মে পর্যন্ত অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছেন। ৬ দিন অতির সিবিআইয়ের আইও-র দেখা করতে হবে তাঁকে। গরুপাচারকাণ্ডের চার্জশিটে নাম রয়েছে আবদুল লতিফের। গত বছর আগস্টে সেই চার্জশিট আদালতে পেশ করেছিল সিবিআই। কিন্তু তার পর থেকে আবদুল লতিফের খোঁজ পাওয়া যায়নি। গত ১ এপ্রিল শক্তিগড়ে লতিফের গাড়িতেই খুন হন কাল্য মাফিয়া রাজু না। তার পর এক ভিডিয়োয় খুনের পর গাড়ির কাছেই লতিফকে পাষাচারি করতে দেখা যায়। যদিও সিবিআইয়ের খাতায় ফেরার তিনি।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

